www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

হাদিসের আলোকে

হাসনাইনে করিমের

পদমর্যাদা

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

الاربعين : مرج البحرين فى مناقب الحسنين

হাদিসের আলোকে হাসনাইনের করিমের পদমর্যাদা

মূল
শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী

অনুবাদ
উবাইদুল্লাহ মুহাম্মদ আশরাফ

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মূল : শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : উবাইদুল্লাহ মুহাম্মদ আশরাফ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নত তৃষা

প্রথম প্রকাশ : ১ আগষ্ট ২০১০, ১৯ শাবান ১৪৩১, ১৭ শ্রাবণ ১৪১৭

মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Marajal Bahriney, By: Dr. Taher Al-Qaderi Translated By: Obidullah Muhammad Ahsraf. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 150/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

১ম অধ্যায় : ১—৪
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতিদ্বয়ের নাম হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস সালাম করে রাখা প্রসঙ্গে

২য় অধ্যায় : ৫
হাসান-হোসাইন জান্নাতের দু'টি নাম, যেগুলোকে মহান আল্লাহ্ লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন

৩য় অধ্যায় : ৬—৭
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন আমার পুত্র

৪র্থ অধ্যায় : ৮—৯
হাসান-হোসাইন আলাহিমাস সালাম আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত

৫ম অধ্যায় : ১০—১১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হাসান-হোসাইনের পূর্ব পুরুষ, তাঁদের অভিভাবক এবং পিতা

৬ষ্ঠ অধ্যায় : ১২—১৩
হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী বংশের অধিকারী

৭ম অধ্যায় : ১৪—১৫
হাসান-হোসাইনই পৃথিবীর পুষ্পোদ্যানের আমার দুই পুষ্প

৮ম অধ্যায় : ১৬—১৭
হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামের কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযান দেওয়া

৯ম অধ্যায় : ১৮—১৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইনের আকীকা করা

১০ম অধ্যায় : ২০—২১
হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম ছিলেন আপদমস্তক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ

১১শ অধ্যায় : ২২—২৪
হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী

১২শ অধ্যায় : ২৫—২৯
হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামসমস্ত জান্নাতি জওয়ানদের সরদার

১৩শ অধ্যায় : ৩০—৩২
আল্লাহ্ তা'আলা হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামকে সর্বোত্তম ভাবে পবিত্র করেছেন

১৪শ অধ্যায় : ৩৩—৩৪
রাসূলুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে তার উপর এঁরা দু'জনকে (হাসান-হোসাইন) ভালোবাসা ওয়াজিব

১৫শ অধ্যায় : ৩৫—৩৬
যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে ভালোবেসেছে, সে আমাকে ভালোবেসেছে

১৬শ অধ্যায় : ৩৭
যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে ভালোবাসলো তাকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন

১৭শ অধ্যায় : ৩৮—৩৯
রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইনকে ভালোবাসবে, সে কিয়ামত দিবসে আমার সাথে থাকবে

১৮শ অধ্যায় : ৪০—৪২
রাসূলুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমি এঁরা দু'জনকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন

১৯শ অধ্যায় : ৪৩—৪৪
যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২০শ অধ্যায় : ৪৫
যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, তার সাথে আল্লাহ্ বিদ্বেষ পোষণ করবেন

২১শ অধ্যায় : ৪৬—৪৭
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, আপনিও তাদের সাথে শত্রুতা করুন, আর যারা তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করে, আপনিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করুন

২২শ অধ্যায় : ৪৮—৫০
যারা হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে যুদ্ধ করবে, তাদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করবেন

২৩শ অধ্যায় : ৫১—৫২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পিতা-মাতা তোমাদের উপর কুরবান হোক

২৪শ অধ্যায় : ৫৩
হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার কান্নায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশান হয়ে গেলেন

২৫শ অধ্যায় : ৫৪
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য মিম্বর থেকে নীচে নেমে এলেন

২৬শ অধ্যায় : ৫৫—৫৬
হাসান-হোসইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহ্বা চুষে খেতেন

২৭শ অধ্যায় : ৫৭
হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটের উপর খেলতেন

২৮শ অধ্যায় : ৫৮—৬১
হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা নামযের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপর চড়ে বসেছেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৯শ অধ্যায় : ৬২—৬৫
হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এঁরা উভয়ই কী উত্তম আরোহী

৩০শ অধ্যায় : ৬৬—৬৭
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার কারণে সিজদা লম্বা করতেন

৩১শ অধ্যায় : ৬৮—৬৯
রাসূলুল্লাহ্ হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে তাঁর চাদরের ভিতর জড়িয়ে ধরতেন

৩২শ অধ্যায় : ৭০—৭১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তাঁরা হলেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা

৩৩শ পরিচ্ছেদ : ৭২—৭৩
হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার মাধ্যমে আল্লাহর জান্নাতকে সাজানো

৩৪শ অধ্যায় : ৭৪—৭৫
কিয়ামতের দিন হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা আল্লাহর আরশের গুম্বুজের নীচে থাকবেন

৩৫শ অধ্যায় : ৭৬—৭৮
কিয়ামতের দিন হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবেন

৩৬শ অধ্যায় : ৭৯—৮১
হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য বিশেষভাবে দোয়া চাওয়া

৩৭শ অধ্যায় : ৮২
আসমানের বিজলী হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য রাস্তা আলোকিত করা

৩৮শ অধ্যায় : ৮৩—৮৪
হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের কুস্তির জন্য উৎসাহ প্রদান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩৯শ অধ্যায় : ৮৫—৮৭
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে চুমু খেতেন

৪০শ অধ্যায় : ৮৮—৮৯
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাতের সময় হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন

প্রমাণপঞ্জী : ৯০—১০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"হাসান-হোসাইন জান্নাতি যুবকদের সরদার।"

(তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৬, হাদিস : ৩৭৬৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

হযরত হাসান ও হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের দৌহিত্র। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাঁদের মাধ্যমেই এ ধরাপৃষ্ঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা চালু রয়েছে। তাঁদের প্রসঙ্গ উঠলেই মুসলিম মানসপটে কারবালার ট্রাজেডি জেগে উঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।" এ পবিত্র হাদিসের আলোকে ইমাম হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর প্রতিপক্ষ 'ইয়াযিদ' যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও প্রতিপক্ষ- তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপক্ষ হয়, তার পরিণতি কী হবে তা-ও সুস্পষ্ট। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! ঐতিহাসিক নামদারি অনেকে কারবালার ট্রাজেডিকে ভিন্ন হাতে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার স্পর্ধা দেখিয়েছে। ইয়াযিদকে কালিমামুক্ত করে বড় বীর হিসেবে যাহির করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছে। তারা বলে, "ইমাম হোসাইনের শাহাদতে ইয়াযিদের সন্তুষ্টি ও ভূমিকা ছিলনা। তাঁর শাহাদতের কারণে ইয়াযিদ খুবই অনুতপ্ত ও দুঃখবোধ করেছে।" আমাদের কথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ইয়াযিদ যদি সত্যিই অনুতপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে সে ইমাম হোসাইনের ঘাতকদের বিচার না করে উল্টো তাদেরকে পুরস্কৃত করল কেন? আসলে ইয়াযিদের এ দুঃখবোধ ছিল লোক দেখানো কপট ভালবাসা। জালিমের মসনদ রক্ষার ঘৃণ্য কৌশল। নবী পরিবারের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হীন অবলম্বন। এত কিছুর পরও ইয়াযিদের শেষ রক্ষা হয়নি। হযরত হোসাইনের শাহাদত ইতিহাসে ইয়াযিদের করুণ মৃত্যু ঘটিয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী হাদিসের আলোকে হযরত হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার মর্যাদা ও অবস্থান অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যা পড়ে পাঠক তাঁদের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। বইটি আহলে বাইতের প্রেমিকদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি।

বইটি আমরা যথাযথভাবে অনুবাদের চেষ্টা করেছি। তবে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ্।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ প্রথম

تَسْمِيَةُ النَّبِيِّ اَلْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতিদ্বয়ের নাম হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস সালাম করে রাখা প্রসঙ্গে

١ - عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةُ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بِعَمِّهِ جَعْفَرُ قَالَ : فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هٰذَيْنِ فَقُلْتُ اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا.

১. হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যখন হাসান ভূমিষ্ট হল, তখন তার নাম রাখলেন হামযাহ আর হোসাইনের জন্মের পর তাঁর চাচার নামের সাথে মিল রেখে তার নাম রাখলেন জাফর। (হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন), আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন, তাদের নামগুলো পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। (হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,) আমি তাকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো জানেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নাম রাখলেন হাসান-হোসাইন।[১]

٢ - عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سَمَّيْتُهُمَا، يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، بِاسْمِ ابْنَيْ هَارُونَ شَبَرًا وشُبَيْرًا.

২. হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তারা উভয়ের নাম

---

[১]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/১৫৯
২. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১/৩৮৪, হাদীস : ৪৯৮
৩. হাকেম : আল-মুসতাদরাক, ৪/৩০৮, হাদীস : ৭৭৩৪
৪. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতারা, ২/৩৫২, হাদীস : ৭৩৪
৫. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/৫২
৬. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ৭/১১৬
৭. যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৪৭
৮. মুযি : তাহজিবুল কামাল, ৬/৩৯৯, হাদীস : ১৩২৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হাসান-হোসাইনের নাম রেখেছি হারুন আলাইহিস্ সালামের পুত্রদ্বয়, 'শিব্বির' ও 'শিব্বীর'এর নামে।[২]

٣- عَنْ سَالِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنِّي سَمَّيْتُ اِبْنَيَّ هَذَيْنِ بِاسْمِ ابْنَيْ هَارُونَ شَبَرَ وَشُبَيْرَ .

৩. হযরত সালেম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার এই পুত্রদ্বয়ের (নাতির) নাম, তথা হাসাস-হোসাইনের নাম রেখেছি হারুণ আলাইহিস্ সালামের পুত্রদ্বয় 'শিব্বির' ও 'শিব্বীর'এর নামে।[৩]

٤- عَنْ عِكْرِمَةَ ﷺ قَالَ : لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ جاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَمَّاهُ حَسَنًا ، فَلَمَّا وَلَدَتْ حُسَيْنًا جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ، تَعْنِي حُسَيْنًا ، فَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ ، فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا.

৪. হযরত ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে হাসান বিন আলীর জন্ম হলে তিনি তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যান। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নাম রাখলেন হাসান। হোসাইনের জন্ম হলে তিনি তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্! আমার এ ছেলেটি (হোসাইন) এর চেয়ে সুন্দর। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'হাসান' শব্দ থেকে 'হোসাইন' বের করে তার নাম রাখলেন হোসাইন।[৪]

---

[২]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৬/৩৬৩, হাদীস : ৬১৬৮
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/৫২
৩. দায়লামী : আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, ২/৩৩৯, হাদীস : ৩৫৩৩
৪. ইবনে হাজর মক্কী : আস্-সওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ২/৫৬৩

[৩]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, ২/৭৭৪, হাদীস : ১৩৬৭
২. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নফ, ৬/৩৭৯, হাদীস : ৩২১৮৫
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৯৭, হাদীস : ২৭৭৭

[৪]- ১. আবদুর রায্যাক, আল-মুসান্নফ, ৪/৩৩৫, হাদীস : ৭৯৮১
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১১৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٥- عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَقَّ اِسْمَ حُسَيْنٌ مِنْ حَسَنٍ وَسُمِّيَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا يَوْمَ سَابِعِهِمَا.

৫. হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হোসাইন' নামটি 'হাসান' শব্দ থেকে বের করেছেন। তিনি উভয়ের নাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা বলে রাখেন উভয়ের জন্মের সপ্তম দিনে।[৫]

٦- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قال: قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فقَالَ: بَلْ هُوَ حَسَنٌ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قال : قُلْتُ : سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ : بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وَلَدَتِ الثَّالِثَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : أَرُونِي اِبْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ : سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرٌ وَشَبِيرٌ وَمُشَبِّرٌ.

৬. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), হাসান ভূমিষ্ট হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে এসে বলেলেন, আমাকে আমার ছেলে (নাতি) দেখাও। তার কি নাম রেখেছ ? আমি বললাম, আমি তার নাম রেখেছি "হারব"। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং তার নাম রাখ "হাসান"। এভাবে হোসাইন জন্ম নিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, আমাকে আমার পুত্র (নাতি) দেখাও। ছেলের কি নাম রেখেছ ? আমি বললাম, আমি তার নাম রেখেছি "হারব"। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না। বরং তার নাম হবে "হোসাইন"। একইভাবে তৃতীয় সন্তান জন্ম লাভ করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে বললেন,

---

৩. যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/৪৮
৪. মুযি : তাহজিবুল কামাল, ৬/২২৪

[৫]- ১. মুহিব্বে তাবারী : যখায়িরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১১৯
২. দুলাবী : আয যুরিয়্যাতুত তাহিরাহ, ১/৮৫, হাদীস : ১৪৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার সন্তানকে (নাতি) দেখাও। ছেলের নাম কি রেখেছ? আমি বললাম, তার নাম রেখেছি "হারব"। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না ! বরং তার নাম হবে "মুহসিন"। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তাদের নাম হারুন আলাইহিস্ সালামের পুত্র শিব্বির, শিব্বীর ও মুশাব্বির নামে রেখেছি।[৬]

[৬]- ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/১৮০, হাদীস : ৪৭৭৩
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/১১৮, হাদীস : ৯৩৫
৩. ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ, ১৫/৪১০, হাদীস : ৬৯৮৫
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৯৬, হাদীস : ২৭৭৩, ২৭৭৪
৫. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/৫২
৬. আসকালানি : আল-ইসাবাহ ফি তময়িজিস সাহাবা, ৬/২৪৩, হাদীস : ৮২৯৬, এবং তিনি এর সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন।
৭. বুখারী : আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/২৮৬, হাদীস : ৮২৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ দ্বিতীয়

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَنَّةِ حَجَبَهُمَا اللهُ

হাসাস-হোসাইন জান্নাতের দু'টি নাম, যেগুলোকে মহান আল্লাহ্ লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন

٧- عَنِ الْمُفَضَّلِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَجَبَ اِسْمُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حَتَّى سُمِّيَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ اِبْنَيْهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ.

৭. মফযল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ হাসান-হোসাইনের নামকে অন্তরালে রেখেছিলেন। এক পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুই নামে তাঁর পুত্র (নাতি), হাসান-হোসইনের নাম রাখেন।[৭]

٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ ﷺ قَالَ : اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ أَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَمْ يَكُوْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

৮. ইমরান বিন সোলাইমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান-হোসাইন নাম দু'টি জান্নাতবাসীর দু'টি নাম। জাহেলী যুগে এ নামে কারো নাম ছিল না।[৮]

[৭]- ১. নাবহানী : আশ্ শরফুল মুআব্বিদ, পৃ. ৪২৪
২. নববী : তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/১৬২, হাদীস : ১১৮
৩. ইবনে আসির : উসদুল গাবাহ ফি-মা'রিফাতিস সাহাবা, ২/১৩
[৮]- ১. দুলাবী : আয যুর্য়িয়াতুত তাহিরাহ, ১/৬৮, হাদীস : ৯৯
২. ইবনে হাজর মক্কী : আস্-সওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ২/১৯২
৩. ইবনে আসির : উসদুল গাবাহ ফি-মা'রিফাতিস সাহাবা, ২/২৫
৪. মুনাভী : ফয়জুল কদীর, ১/১০৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ তৃতীয়

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ هُمَا أَبْنَايَ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন আমার পুত্র

٩- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَيَقُوْلُ: هَذَانِ اِبْنَايَ.

৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন আলাহিমাস্ সালামের হাত ধরে বলেছেন, এরা আমার ছেলে।[৯]

١٠- عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَاهَا يَوْمًا ، فَقَالَ : «أَيْنَ اِبْنَايَ ؟» فَقَالَتْ : ذَهَبَ بِهِمَا عَلِيٌّ ، فَتَوَجَّهَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُمَا يَلْعَبَانِ فِي مَشْرَبَةٍ وَبَيْنَ أَيْدِيْهِمَا فَضْلَ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ : «يَا عَلِيُّ ، أَلاَ تَقَلَّبَ اِبْنِي قَبْلَ الْحُرِّ».

১০. হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে বললেন, আমার ছেলে দু'টি কোথায়? আমি বললাম, হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাদেরকে সাথে নিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের খুজে বের হলেন। খুজতে খুজতে একটি নহরে তাদের সন্ধান পেলেন, সেখানে তারা খেলছিল। তাদের সামনে কিছু খেজুর পরিত্যাক্ত অবস্থায় দেখা গেল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আলী! দেখো, রোদের তাপ বেড়ে যাওয়ার আগেই আমার ছেলেদ্বয়কে নিয়ে এসো।[১০]

---

[৯]- ১. যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৮৪
২. দায়লামী : আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, ৪/৩৩৬, হাদীস : ৬৯৭৩
৩. ইবনে যাওজি : সিফাতুস সাফওয়া, ১/৭৬৩
৪. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১২৪

[১০]- ১. হাকেম : আস মুসতাদরক, ৩/১৮০, হাদীস : ৪৭৭৪
২. দুলাবী : আয যুরিয়্যায়াতুত তাহিরাহ, ১/১০৪, হাদীস : ১৯৩

١١- عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ أَوْ نُقَبَاءَ وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنْ هُمْ قَالَ أَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرُ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلاَلٌ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

১১. হযরত মুসায়্যিব বিন নায্বাহ্ হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে সাতজন করে মহান মনীষী দেয়া হয়েছে। আর আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন মহান মনীষী। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট জিজ্ঞেস করেছি, সেই চৌদ্দজন ব্যক্তি কে? হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি, আমার দুই ছেলে, জাফর, হামযাহ্, আবু বকর, ওমর, মুসআব বিন উমাইর, বেলাল, সালমান, মেকদাদ, হুযাইফাহ্, আম্মার এবং আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুম।[১১]

١٢- عَنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةُ نُجَبَاءَ وَجَعَلَ لِنَبِيِّنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَحَمْزَةُ وَجَعْفَرُ وَأَبُوْ ذَرٍّ وَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ وَسَلْمَانُ وَحُذَيْفَةُ وَبِلاَلٌ.

১২. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীর জন্য সাত জন করে মহান ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন। আর আমাদের নবীকে দিয়েছেন চৌদ্দজন মহান ব্যক্তিত্ব। তারা হলেন, আবু বকর, ওমর, আলী, হাসান, হোসাইন, হামযাহ্, জাফর, আবুযর, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ এবং বেলাল।[১২]

---

[১১]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৬/১২৩, হাদিস : ৩৭৮৫
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/১৪২, হাদীস : ১২০৫
৩. শায়বানী : আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১/১৮৯, হাদীস : ২৪৪
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৬/২১৫, হাদীস : ৬০৪৭
৫. ইবনে মূসা : মু'তাসিরুল মুখতাসার, ২/৩১৪
৬. তাবারী : আর রিয়াদুন নাদরাহ ফি মানাকিবিল আশারাহ, ১/২২৫, হাদীস : ৭, ৮
৭. ইবনে আবদিল বর : আল-ইসতিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ৩/১১৪০
৮. হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ৩/৩৯০
৯. ইবনে আহমদ খতিব : উসিলাতুল ইসলাম, ১/৭৭

[১২]- ১. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ১২/৪৮৪, হাদীস : ৬৯৫৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ চার

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهُمَا السَّلاَمِ أَهْلُ الْبَيْتِ

হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস সালাম আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত

١٣ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي.

১৩. হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, (একদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে একত্রিত করেছেন এবং তাদেরকে একটি কাপড়ে আবৃত করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত।[১৩]

١٤ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ﴾ الآيَةَ، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِي.

১৪. হযরত সা'আদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যখন "মুবাহালা" (একে অপরকে অভিসম্পাদন করা) এর আয়াত "আপনি বলে দিন, এসো! আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ডাকছি, আর তোমরা তোমাদের

২. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস সাহাবা, ১/২২৮, হাদীস : ২৭৬
৩. দারু কুতনী : আল-ইলাল, ৩/২৬২, হাদীস : ৩৯৫
৪. ইবনে জাওযী, আল ইলালুল মুতনাহিয়া, ১/২৮২, হাদীস : ৪৫৫
৫. বায়হাকী : আস-সুনান আল-কুবরা, ৭/৬৩, হাদীস : ১৩১৭০
৬. দুরকী : মুসনাদে সা'দ, ১/৫১, হাদীস : ১৯
৭. মুহিব্বে তাবারী : যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/২৫

[১৩]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫৩, হাদীস : ২৬৬৩
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২৩/৩০৮, হাদীস : ৬৯৬
৩. ইবনে মূসা : মু'তাসিরুল মুখতাসার, ২/২৬৬
৪. হাকেম : আস মুসতাদরক, ৩/১৫৮, হাদীস : ৪৭০৫
৫. তাবারী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কোরআনিল আযীম, ২২/৮
৬. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনিল আযীম, ৩/৪৮৬

www.AmarIslam.com

সন্তানদেরকে ডাক।" অবতীর্ণ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমকে ডাকলেন। অত:পর বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত।[১৪]

١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ قَالَ : «نَزَلَتْ فِي خَمْسَةٍ : فِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَعَلِيٍّ ، وَفَاطِمَةَ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ».

১৫. হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু আল্লাহর এই বাণী " হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তোমাদের সকল অপবিত্রতাকে দূর করে তোমাদেরকে খুব পাক-পবিত্র করে দিতে চান।" সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী, ফাতেমা, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম এই পাঁচ মনীষী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৫]

ফায়েদা : এই পাঁ মনীষীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ মুসলিম বিশ্বে "পাঁচ মনীষী" বলে একটি পরিভাষার প্রসিদ্ধি রয়েছে। এটি শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ। এখানে কোন অতিরোক্ত কিংবা আকীদাগত বাড়াবাড়ি কখনো চলবে না।

[১৪]- ১. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবু ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ৪/১৮৭১, হাদীস : ২৪০৪
২. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, কিতাবু তাফসীরিল কোরআন, ৫/২২৫, হাদিস : ২৯৯৯
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/১৮৫, হাদীস : ১৬০৮
৪. হাকেম : আস মুসতাদরক, ৩/১৬৩, হাদীস : ৪৭১৯

[১৫]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৩/৩৮০, হাদীস : ৩৪৫৬
২. তাবারানী : আল-মু'জামুস সগীর, ১/২৩, হাদীস : ৩২৫
৩. ইবনে হাইয়ান : তাবকাতুল মুহাদ্দীসিন, ৩/৩৮৪
৪. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ১০/২৭৮
৫. তাবারী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কোরআনিল আযীম, ২২/৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ পাঁচ

اَلنَّبِيُّ ﷺ هُوَ عَصَبَتُهُمَا وَوَلِيُّهُمَا وَأَبُوْهُمَا

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হাসান-হোসাইনের পূর্ব পুরুষ, তাঁদের অভিভাবক এবং পিতা

١٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : كُلُّ بني أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيهِمْ ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ ، وَأَنَا أَبُوهُمْ.

১৬. হযরত ওমর বিন খত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মেয়ের সন্তানের সম্বন্ধ তার বাবার সাথে হয়ে থাকে। কিন্তু ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার সন্তানদের ক্ষেত্রে এরকম নয়। বরং আমিই তাঁদের পূর্ব পুরুষ, আমিই তাঁদের পিতা।[১৬]

١٧- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ : «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مَا خَلاَ سَبَبِي وَنَسَبِي ، كُلُّ وَلَدِ أَبٍ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيْهِمْ ، مَا خَلاَ وُلْدِ فَاطِمَةَ ؛ فَإِنِّي أَنَا أَبُوْهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ».

১৭. হযরত ওমর বিন খত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতে আমার বংশ পরম্পরা ব্যতীত অন্য সব বংশ পরম্পরা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রত্যেক সন্তানের সম্বন্ধ তাদের পিতার সাথে হয়। কিন্তু ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার সন্তানদের পিতাও আমি এবং তাঁদের পূর্ব পুরুষও আমি।[১৭]

---

[১৬]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৩/৪৪, হাদীস : ২৬৩১
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/২২৪
৩. শওকানী : নাইলুল আওতার, ৬/১৩৯
৪. সুনআনী : সুবুলুস্ সালাম, ৪/৯৯, এ রেওয়ায়তে বিশির বিন মেহরানকে ইমাম ইবনে হিব্বান (আস্ সেকাত : ৮/১৪০) এর মধ্যে সেকাহ গণ্য করেছেন।
৫. হোসাইনী : আল-বয়ান ওয়াত তা'রীফ, ২/১৪৪, হাদীস : ১৩১৪
৬. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১২১

[১৭]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৬২৬, হাদীস : ১০৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٨- عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : «لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُوْنَ إِلَيْهِمْ إِلاَّ اِبْنِي فَاطِمَةَ ، فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا».

১৮. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মায়ের সন্তানদের পৈত্রিক বংশধর থাকে। সেই বংশধরের প্রতিই তাদের সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়। তবে ফাতেমার সন্তানদের বেলায় এরকম নয়। বরং আমিই তাঁদের আভিভাবক এবং আমিই তাঁদের পূর্ব পুরুষ।[১৮]

١٩- عَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لِكُلِّ بَنِي أُنْثَى عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِ إِلا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمْ، وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ».

১৯. হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাতেমার সন্তান ব্যতীত প্রত্যেক মেয়ের সন্তানদের একটি বংশ আছে, যেটির প্রতি তাদের সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়। তবে ফাতেমার সন্তানদের অভিভাবক আমিই এবং আমিই তাঁদের পূর্ব পুরুষ।[১৯]

---

২. হোসাইনী : আল-বয়ান ওয়াত তা'রীফ, ২/১৪৫, হাদীস : ১৩১৬
৩. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১৬৯
৪. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৬/১৬৪, হাদীস : ১০৩৫৪
৫. বায়হাকী : আস-সুনান আল-কুবরা, ৭/৬৪, হাদীস : ১৩১৭২
৬. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৬/৩৫৭, হাদীস : ৬৬০৯
৭. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৪, হাদীস : ২৬৩৩
৮. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/২৭২

[১৮]- ১. হাকেম : আস মুসতাদরক, ৩/১৭৯, হাদীস : ৪৭৭০
২. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ২/১০৯, হাদীস : ৬৭৪১
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৪, হাদীস : ২৬৩২
৪. সাখাবী : ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল ও জবিশ শরফ, পৃ. ১৩০

[১৯]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২২/৪২৩, হাদীস : ১০৪২
২. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ২/১০৯, হাদীস : ৬৭৪১
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/২২৪
৪. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ১১/২৮৫
৫. দায়লামী : আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, ৩/২৬৪, হাদীস : ৪৭৮৭
৬. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ১৯/৪৮৩
৭. আজলোনী : কাশফুল খেফা, ২/১৫৭, হাদীস : ১৯৬৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ ছয়

إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ خَيْرُ النَّاسِ نَسَبًا

হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী বংশের অধিকারী

٢٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : قال رَسُولُ الله ﷺ :..... : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ جَدًّا وَجَدَّةً ؟ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ عَمًّا وَعَمَّةً ؟ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالاً وَخَالَةً ؟ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَبًا وَأُمًّا ؟ هُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، جَدُّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ ، وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بنتُ رَسُولِ الله ﷺ ، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِئٍ بنتُ أَبِي طَالِبٍ ، وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ بن رَسُولِ الله ﷺ ، وَخَالاتُهُمَا زَيْنَبُ ، وَرُقَيَّةُ ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ بناتُ رَسُولِ الله ﷺ ، جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَعَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَعَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَخَالاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ.

২০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! আমি কি তোমাদেরকে সেই সন্তানগুলো সম্পর্কে ধারণা দিব না, যারা তাদের নানা-নানীর সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে সম্মানী? আমি কি তোমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে অবগত করবো না, যারা তাঁদের চাচা ও ফুফুর সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম? আমি কি তোমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে বলব না, যাঁরা তাদের মামা-খালার সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট? আমি কি তোমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে খবর দিব না, যাঁরা তাঁদের মাতা-পিতার সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম? তাঁরা হলেন হাসান-হোসাইন। তাঁদের নানা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁদের নানী খদীজা বিনতে খুয়াইলিদ। তাঁদের মাতা ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁদের পিতা আলী বিন আবু তালেব। তাঁদের চাচা জাফর বিন আবূ তালিব। তাঁদের ফুফু উম্মে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হানী বিনতে আবু তালিব। তাঁদের মামা কাসেম বিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁদের খালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যায়নাব, রোকিয়া এবং উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহু। তাঁদের নানা, পিতা, মাতা, চাচা, ফুফু, মামা এবং খালা সকলই জান্নাতে যাবেন। আর হাসান-হোসাইনও জান্নাতে যাবেন।[২০]

[২০]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৬৬, হাদীস : ২৬৮২
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৬/২৯৮, হাদীস : ৬৪৬২
৩. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২৯
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৪
৫. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/১১৮, হাদীস : ৩৪২৭৮
৬. মুহিব্বে তাবারী : যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১৩০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ সাত

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

হাসান-হোসাইনই পৃথিবীর পুষ্পোদ্যানের আমার দুই পুষ্প

٢١- عَنِ ابْنَ أَبِي نُعَيْمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ وَسَأَلَهُ عَنْ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ : أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ، فَقَالَ : أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنْ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا.

২১. ইবনে আবূ নুয়াইম বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট ইহরাম বাধা অবস্থায় বিধানাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করল। শো'বা বলেন, আমার ধারণা মতে সেই ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মাছি মারার বিধান সম্পর্কে জানতে চাইল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ইরাকবাসী মাছি মারার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করছে অথচ তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি হোসাইন আলাইহিস্ সালামকে শহীদ করেছিল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাঁরা উভয়ই (হাসান-হোসাইন আলাহিমাস্ সালাম) দুনিয়ার পুষ্পোদ্যানের আমার দুই ফুল।[২১]

٢٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أُنْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا.

[২১]- ১. বুখারী : আস-সহীহ, কিতাবু ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ৩/১৩৭১, হাদীস : ৩৫৪৩
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৮৫, হাদীস : ৫৫৬৮
৩. ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ, ১৫/৪২৫, হাদীস : ৬৯৬৯
৪. তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, ১/২৬০, হাদীস : ১৯২৭
৫. আবু নায়ীম : হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৫/৭০
৬. আবু নায়ীম : হুলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৭/১৬৮
৭. বায়হাকী : আল-মদখাল, ১/৫৪, হাদীস : ১২৯

২২. হযরত আবদুর রহমান বিন আবূ নুয়াইম থেকে বর্ণিত, এক ইরাকী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে জিজ্ঞেসা করল, যদি কাপড়ে মশার রক্ত লেগে যায় তবে এর বিধান কি? সে মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্রকে (হোসাইন আলাইহিস্ সালাম) শহীদ করেছে। আর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাসান-হোসাইনই আমার দুনিয়ার পুষ্পোদ্যানের দুই পুষ্প।[২২]

٢٣- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ و الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَفِي حِجْرِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتُحِبُّهُمَا ؟ قَالَ : وَكَيْفَ لا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا.

২৩. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন দেখতে পেলাম, হাসাস-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে অথবা কোলে খেলছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি তাঁদেরকে ভালোবাসেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাদেরকে কেন ভালোবাসবো না, অথচ তাঁরাই তো আমার এ দুনিয়ার পুষ্পোদ্যানের দুই পুষ্প। এদের সুগন্ধির ঘ্রান নিচ্ছি। (এই ফুলগুলোর সুগন্ধিতে আমি আনন্দ পাচ্ছি।)[২৩]

[২২]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৭, হাদীস : ৩৭৭০
২. বুখারী : আস-সহীহ, কিতাবুল আদব, ৫/২২৩৪, হাদীস : ৫৬৪৮
৩. নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা. ৫/৫০, হাদীস : ৮৫৩০
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৯৩, হাদীস : ৫৬৭৫
৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/১১৪, হাদীস : ৫৯৪০
৬. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১০/১০৬, হাদীস : ৫৭৩৯
৭. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/১২৭, হাদীস : ২৮৮৪
৮. হুকমী : মা'রিজুল কবুল, ৩/১২০১

[২৩]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৪/১৫৫, হাদীস : ৩৯৯০
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১
৩. আসকালানী : ফতহুল বারী, ৭/৯৯

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ আট

تَأْذِيْنُ النَّبِيِّ فِى أُذْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামের কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযান দেওয়া

٢٤- عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ وُلِدَا.

২৪. হযরত আবু রাফে' রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন হাসান-হোসাইন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদ তাঁদের কানে আযান দিয়েছেন।[২৪]

٢٥- عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ.

২৫. হযরত আবু রাফে' রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি দেখেছি, ফাতেমার ঘরে হাসান বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহুর জন্ম হলে তাঁর কানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছেন।[২৫]

---

৪. মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/৩২
৫. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৮২

[২৪]- ১. রু'য়ানী : আল-মুসনাদ, ১/৪২৯, হাদীস : ৭০৮
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১/৩১৩, হাদীস : ৯২৬
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩১, হাদীস : ২৫৭৯
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/৬০
৫. ইবনে মুলকিন আনসারী : খুলাসাতুল বদরিল মনীর, ২/৩৯২, হাদীস : ২৭১৩
৬. শওকানী : নাইলুল আওতার, ৫/২৩০
৭. সুনআনী : সুবুলুস্ সালাম, ৪/১০০

[২৫]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, কিতাবুল আদাহী, ৪/৯৭, হাদীস : ১৫১৪
২. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুল আদব, ৪/৩২৮, হাদীস : ৫১০৫
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৬/৩৯১
৪. রু'য়ানী : আল-মুসনাদ, ১/৪৫৫, হাদীস : ৬৮২
৫. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১/৩১৫, হাদীস : ৯৩১
৬. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৪/৩৩৬, হাদীস : ৭৯৮৬
৭. বায়হাকী : আস-সুনান আল-কুবরা, ৯/৩০৫

٢٦- عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

২৬. হযরত আবু রাফে' রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমার ঘরে হোসাইনের জন্ম হলে তাঁর কানে আযান দিয়েছেন।[২৬]

---

[২৬]- ১. হাকেম : আস মুসতাদরক, ৩/১৯৭, হাদীস : ৪৮২৭, এবং তিনি এর সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উক্ত হাদীস তাখরীজ করেননি।
২. আসকালানী : তালখিসুল খবীর, ৪/১৪৯, হাদীস : ১৯৮৫
৩. ইবনে মুলকিন আনসারী : খুলাসাতুল বদরিল মনীর, ২/৩৯১, হাদীস : ২৭১৩
৪. শওকানী : নাইলুল আওতার, ৫/২২৯

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ নয়

عَقِيْقَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইনের আকীকা করা

٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

২৭. হযরত অব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামের আকীকায় একটি একটি দুম্বা জবাই করেছেন।[২৭]

٢٨- عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ.

২৭. হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামের আকীকার জন্য দু'টি দুম্বা জবাই করেছেন।[২৮]

٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ.

[২৭]- ১. আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুস্ সাহাবা, ৩/১০৭, হাদীস : ২৮৪১
২. ইবনে জারুদ : আল-মুনতাকা, ১/২২৯, হাদীস : ১১-১২
৩. বায়হাকী : আস-সুনান আল-কুবরা, ৯/৩০২
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১১/৩১৬, হাদীস : ১১৮৫৬
৫. ইবনে আবদিল বরর : আত-তামহীদ, ৪/৩১৪
৬. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ১০/১৫১, হাদীস : ৫৩০২
৭. সুনআনী : সুবুলুস্ সালাম, ৪/৯৭
৮. ইবনে রুশদ : বেদায়তুল মুজতাহিদ, ১/৩৩৯
৯. ইবনে মূসা : মু'তাসিরুল মুখতাসার, ১/২৭৬

[২৮]- ১. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৫/৩২৩, হাদীস : ২৯৪৫
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ২/২৪৬, হাদীস : ১৮৭৮
৩. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৭/৮৫, হাদীস : ২৪৯০
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/৫৭
৫. ওয়াদেশী : তুহফাতুল মহতাজ, ২/৫৩৮, হাদীস : ১৭০১

২৯. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামের পক্ষ থেকে আকীকায় দু'টি করে দুম্বা জবাই করেছেন।[২৯]

٣٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبْشَيْنِ اِثْنَيْنِ مِثْلَيْنِ مُتَكَافِئَيْنِ.

৩০. হযরত আমর বিন শোয়াইব রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইনের মধ্য থেকে প্রত্যেকের আকীকার জন্য প্রায় একই ধরনের দু'টি দু'টি করে দুম্ব জবাই করেছেন।[৩০]

٣١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ حَسَنٍ شَاتَيْنِ، وَعَنْ حُسَيْنٍ شَاتَيْنِ، ذَبَحَهُمَا يَوْمَ السَّابِعِ.

৩১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইনের জন্মের পর সপ্তম দিন তাঁদের আকীকা হিসেবে দু'টি ছাগল জবাই করেছেন।[৩১]

٣٢- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.

৩২. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইনের পক্ষ থেকে আকীকা করেছেন।[৩২]

[২৯]- ১. নাসায়ী : আস-সুনান, কিতাবুল আকীকা, ৭/১৬৫, হাদীস : ৪২১৯
২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৩/৭৬, হাদীস : ৪৫৪৫
৩. সুয়ূতী : তাবিরুল হাওয়ালিক, ১/৩৩৫, হাদীস : ১০৭১
৪. যুরকানী : শরহুল মুআত্তা, ৩/১৩০
৫. শওকানী : নাইলুল আওতার, ৫/২২৭
৬. মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৮৭
৭. সুনআনী : সুবুলুস্ সালাম, ৪/৯৮

[৩০]- ১. হাকেম : আস মুসতাদরক, ৪/২৬৫, হাদীস : ৭৫৯০

[৩১]- ১. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৪/৩৩০, হাদীস : ৭৯৬৩
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/৫৮
৩. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১২/১২৭, হাদীস : ৫৩১১
৪. ওয়াদেশী : তুহফাতুল মহতাজ, ২/৫৩৭, হাদীস : ১৭০০
৫. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/২৬০, হাদীস : ১০৫৬
৬. দুলাবী : আয যুর্য়িয়াতুত তাহিরাহ, ১/৮৫, হাদীস : ১৪৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ এগার

يَرِثُ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَوْصَافَ النَّبِيِّ ﷺ

হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী

٣٧- عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهَا أَتَتْ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبَاهَا رَسُولِ الله ﷺ فِي شَكْوَاةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَقَالَتْ: تُوْرَثُهُمَا يَا رَسُولَ الله شَيْئًا! فَقَالَ : أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُؤْدُدِي، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي.

৩৭. হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদর্পনের পীড়ার সময় হাসান-হোসাইনকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাঁদেরকে আপনার উত্তরাধিকার থেকে কিছু উপহার দিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাসান আমার প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী এবং হোসাইন আমার বীরত্ব ও দানশীলতার উত্তরাধিকারী।[৩৭]

٣٨- عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ الله ! اِنْحَلْهُمَا؟ فَقَالَ : نَحَلْتُ هَذَا الْكَبِيْرَ اَلْمَهَابَةُ وَالْحِلْمُ ، وَنَحَلْتُ هَذَا الصَّغِيْرَ اَلْمَحَبَّةُ وَالرِّضَى.

৩৮. হযরত উম্মে আইমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামকে

[৩৭]- ১. শায়বানী : আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১/২৯৯, হাদীস : ৪০৮
২. শায়বানী : আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫/৩৭০, হাদীস : ২৯৭১
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২২/৪২৩, হাদীস : ১০৪১
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৫
৫. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা, পৃ. ৩১০
৬. মুহিব্বে তাবারী : যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১২৯
৭. ইবনে হাজর মক্কী : আস্-সওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ২/৫৬০

সাথে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই দুই ছেলে, হাসান-হোসাইনকে কিছু উপহার দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বড় ছেলে হাসনকে প্রভাব প্রতিপত্তি ও সহনশীলতা দিয়েছি এবং ছোট ছেলে হোসাইনকে দিয়েছি ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি।[৩৮]

٣٩- عَنْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي رَافِعٍ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِابْنَيْهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! هَذَانِ ابْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُؤْدُدِي، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي.

৩৯. হযরত যায়নাব বিনতে আবু রাফে' থেকে বর্ণিত, হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের ব্যধীর সময় তাঁর আপন পুত্রদ্বয়কে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন, এরা আপনার পুত্র। তাঁদেরকে আপনার উত্তরাধিকার থেকে কিছু উপহার দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাসানের জন্য উত্তরাধিকার হলো আমার প্রভাব এবং নেতৃত্ব। আর হোসাইনের জন্য উত্তরাধিকার হলো আমার বীরত্ব এবং দানশীলতা।[৩৯]

٤٠- عَنْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ الله ﷺ بِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فِي مَرْضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَذَانِ ابْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَّا حَسَنٌ فَلَهُ ثُبَاتِي وَسُؤْدُدِي، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ حَزَامَتِي وَجُودِي.

৪০. হযরত আবু রাফে' বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদার্পনের পীড়ার সময় সায়্যিদা ফাতিমা রাদিআল্লাহু তা'আলা

[৩৮]- ১. দায়লামী : আল-ফিরদাউস বি মা'সূরিল খিতাব, ৪/২৮০, হাদীস : ৬৮২৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১৩/৭৬০, হাদীস : ৩৭৭১০
[৩৯]- ১. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ২/২৯৯, হাদীস : ৬১৫
২. আসকালানী : আল-ইসাবা ফি তামযিজিস্ সাহাবা, ৭/৬৭৪, হাদীস : ১১২৩২
৩. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ৬/৪০০

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আনহা তাঁর দুই সন্তানকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট নিয়ে এলেন এবং বললেন, এরা আপনার পুত্র। তাঁদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু দিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাসানের জন্য উত্তরাধিকার হলো আমার দৃঢ়তা ও সরদারী। আর হোসাইনের জন্য উত্তরাধিকার হলো আমার শক্তি ও দানশীলতা।[৪০]

[৪০]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৬/২২২
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৫

অধ্যায় ঃ বার

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম সমস্ত জান্নাতি জওয়ানদের সরদার

٤١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

৪১. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন জান্নাতি যুবকদের নেতা।[৪১]

٤٢- عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ سَأَلَتْنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مِنِّي فَقُلْتُ لَهَا دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

[৪১]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৬, হাদিস : ৩৭৬৮
২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/৫০, হাদীস : ৮১৬৯
৩. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১৫/৪১২, হাদীস : ৬৯৫৯
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৩/৩, হাদীস : ১১০১২
৫. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৭৬
৬. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ২/৩৪৭, হাদীস : ২১৯০
৭. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৬/১০, হাদীস : ৫৬৪৪
৮. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮২, হাদীস : ৪৭৭৮
৯. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/৫৫১, হাদীস : ২২২৮
১০. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৯/২০১) এর মধ্যে তার রাবীসমূহকে বিশুদ্ধ বলেছেন।
১১. সুয়ূতী : আদ দুররুল মুনসূর, ৫/৪৮৯
১২. নাসায়ী : খাসায়িসে আলী, ১/১৪২, হাদীস : ১২৯
১৩. হুকমী : মা'রিজুল কবুল, ৩/১২০০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪২. হযরত হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার মা আমার নিকট জানতে চাইলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তোমার কি লাভ হবে? আমি বললাম এতদিন আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে উপস্থিত হতে পারিনি। তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি বললাম, আমাকে এক্ষনি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে উপস্থিত হবার অনুমতি দিন। গিয়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে মাগরিবের নামায আদায় করব এবং তাঁকে বলব, তিনি যেন আমার এবং আপনার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করেন। অতএব আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। মাগরিবের পর তিনি নফল নামায পড়তে শুরে করলেন। নফল নামায পড়তে পড়তে এশার নামাযের সময় হয়ে গেলে তিনি এশার নামায পড়ে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি আমার আওয়াজ শুনে বললেন. আমার পেছনে কে? হুযাইফা! আমি বললাম, জি-হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি প্রয়োজন? আল্লাহ্ তোমাকে এবং তোমার মাকে ক্ষমা করুন। অতপর বললেন, এটি একটি ফেরেশতা, যিনি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কখনো আসেন নি। তিনি আল্লাহর নিকট অনুমতি চাইলেন যে, তিনি যেন আমাকে সালাম দিতে পারেন এবং আমাকে সুসংবাদ দিতে পারেন যে, ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী এবং হাসান-হোসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা।[৪২]

٤٣- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

[৪২]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৬০, হাদিস : ৩৭৮১
২. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১৫/৪১৩, হাদীস : ৬৯৬০
৩. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/৮০, হাদীস : ৮২৯৮
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৫/৩৯১, হাদীস : ২৩৩৭৭
৫. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৭৭
৬. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩৭, হাদীস : ২৬০৬
৭. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/৪৩৯, হাদীস : ৫৬৩০
৮. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/৫৫১, হাদীস : ২২২৯
৯. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৩
১০. ইবনে হাজর মক্কী : আস্-সওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ২/৫৬০

৪৩. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালাম জান্নাতের সকল যুবকদের নেতা।[৪৩]

٤٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «نَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ».

৪৪. হযরত আনাস বিন মারেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা জান্নাতের নেতা হব। আমাদের বংশধরদের মধ্যে আমি, হামযা, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন এবং মেহেদী অন্তর্ভূক্ত।[৪৪]

٤٥- عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

৪৫. হযরত ওমর বিন খত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন জান্নাতের সকল যুবকদের সরদার।[৪৫]

[৪৩]- ১. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৭৯
২. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৩/১০২, হাদীস : ৮৮৫
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩৬, হাদীস : ২৬০১
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮২

[৪৪]- ১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, কিতাবুল ফিতান, ২/১৩৬৮, হাদীস : ৪০৮৭
২. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/২৩৩, হাদীস : ৪৯৪০
৩. ইবনে হাইয়ান : তাবকাতুল মুহাদ্দেসীন বিআসবাহান, ২/২৯০, হাদীস : ১৭৭
৪. কেনানী : মিসবাহুজ জুযাজাহ, ৪/২০৪, হাদীস : ১৪৫২
৫. দায়লামী : আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, ১/৫৩, হাদীস : ১৪২
৬. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ৭/২৮৩, হাদীস : ৫৪৪
৭. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ৫/৫৩

[৪৫]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩৫, হাদীস : ২৫৯৮, তাবারানী : মু'জামুল আওসাত (৫/২৪৩, হাদীস : ৫২০৮) এর মধ্যে হযরত উসামা বিন যাইদ থেকে বর্ণিত হাদীসও বর্ণনা করেছেন।
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১৩২
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮২

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قال : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

৪৬. হযরহ আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন জান্নাতের সকল যুবকদের সরদার।[৪৬]

٤٧- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّيْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُوْلُ : «لاَ تَسُبُّوا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ».

৪৭. হযরত হোসাইন বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি আমার নানা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাসান-হোসাইনকে গালি দেয়া যাবে না। কেননা তাঁরা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল উম্মতের জান্নাতি যুবকদের নেতা।[৪৭]

٤٨- عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قال : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

৪৮. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন জান্নাতের সকল যুবকদের সরদার।[৪৮]

---

[৪৬]- ১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফাযায়িলু আসহাবির রাসূলে, ১/৪৪, হাদীস : ১১৮
২. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮২, হাদীস : ৪৭৮০
৩. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১৩৩
৪. কেনানী : মিসবাহুজ জুযাজাহ, ১/২০, হাদীস : ৪৮
৫. যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, ৬/৪৭৪

[৪৭]- ১. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১৩১
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৯/১৮৪) এর মধ্যে হাদীসটি সংক্ষেপে রেওয়ায়ত করেছেন।
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ১/১১৮, হাদীস : ৩৬৬
৪. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা, পৃ. ৩০১

[৪৮]- ১. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮২, হাদীস : ৪৭৭৯
২. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, ৫/৫৮
৩. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১৩৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : «إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي ، فَاسْتَأْذَنَ الله ﷻ فِي زِيَارَتِي ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

৪৯. হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসমানের একটি ফেরেশতা ইতোপূর্বে কখনো আমার সাথে দেখা করে নি। তিনি আমার সাথে দেখা করার জন্য মহান আল্লাহর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিতে চান যে, হাসান-হোসাইন জান্নাতের সকল যুবকদের সরদার।[৪৯]

٥٠- عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قال : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «خَيْرُ شَبَابِكُمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ».

৫০. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যুবকদের মধ্যে সর্বোত্তম যুবক হলো হাসান-হোসাইন।[৫০]

---

[৪৯]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩৬, হাদীস : ২৬০৪
২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/১৪৬, হাদীস : ৮৫১৫
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৩
৪. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ২৬/৩৯১
৫. যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/১৬৭
৬. যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, ৬/৩২৯

[৫০]- ১. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ৪/৩৯১, হাদীস : ২২৮০
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/১০২, হাদীস : ৩৪১৯১
৩. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১৬৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ তের

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ طَهَّرَهُمَا اللهُ تَطْهِيْرًا

আল্লাহ্ তা'আলা হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামকে সর্বোত্তম ভাবে পবিত্র করেছেন

٥١- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

৫১. হযরত সুফিয়া বিনতে শাইবা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় পশমী কারুকার্যে নকশাকৃত একটি চাদর গায়ে বাইরে বের হলেন। হাসান বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহু এলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে চাদরের ভিতর নিয়ে নিলেন। অতঃপর হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু এসে তিনিও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে চাদরের ভিতর ঢুকে গেলেন। অতঃপর ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা আসলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকেও চাদরের ভিতর নিয়ে নিলেন। অতঃপর হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এলে তাকে চাদরের ভিতরে নিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। "হে আহলে বাইত! আল্লাহ্ তোমাদের সকল অপবিত্রতাকে দূর করে দিয়ে তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দিতে চান।"[৫১]

[৫১]- ১. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবু ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ৪/১৮৮৩, হাদীস : ২৪২৪
২. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭০, হাদীস : ৩৬১০২
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৬৭২, হাদীস : ১৪৯
৪. ইবনে রাহুয়াই : আল-মুসনাদ, ৩/৬৭৮, হাদীস : ১২৭১
৫. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৫৯, হাদীস : ৪৭০৫
৬. বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ২/১৪৯
৭. তাবারী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কোরআনিল আযীম, ২২/৬,৭
৮. বগভী : মুআলিমুন তানযিল, ৩/৫২৯
৯. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনিল আযীম, ৩/৪৮৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٥٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَّهَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تَضِلُّوْا.

৫২. হযরত উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খবরদার! এই মসজিদ রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম ব্যতীত কোন জুনুবী (অপবিত্র পুরুষ/মহিলা) এবং হায়েযা মহিলার জন্য হালাল নয়। এই মহান ব্যক্তিত্বগণ ছাড়া অন্য কারো জন্য মসজিদে নববীতে আসা জায়েয নেই। সতর্ক হয়ে যাও! আমি তোমাদেরকে নাম বলে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা গুমরাহ্ না হয়ে যাও।[৫২]

٥٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.

৫৩. রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র ওমর বিন আবু সালামা বলেন, যখন উম্মে সালমার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াতটি "হে আহলে বাইত, আল্লাহ্ তোমাদের সকলে অপবিত্রতাকে দূর করে তোমাদেরকে উক্তমরূপে পবিত্র করে দিতে চান।" নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা

১০. সুয়ূতী : আদ দুররুল মুনসূর, ৬/৬০৫
১১. মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী, ৯/৪৯
[৫২]- ১. বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ৭/৬৫, হাদীস: ১৩১৭৮, ১৩১৭৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/১০১, হাদীস : ৩৪১৮৩
৩. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১৬৬
৪. ইবনে কাসীর : ফুসুলুম মিনাস সিরাহ, ১/২৭৩
৫. সুয়ূতী : খাসায়িসুল কুবরা, ২/৪২৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমকে ডেকে তাঁদেরকে একটি ছোট কম্বল দ্বারা ঢেকে নিলেন। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেছনে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকেও ছোট কম্বলটির মধ্যে ঢেকে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। সুতরাং তাঁদের সকল অপবিত্রতা দূর করে তাঁদেরকে উত্তমরূপে পাক-পবিত্র করে দিন।[৫৩]

٥٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَّلَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.

৫৪. হযরত উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন, আলী এবং ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমের উপর চাদর ঢেকে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত এবং আমার নিকটাত্মীয়। তাদের সকল অপবিত্রতা দূর করে দিয়ে তাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে পাক-পবিত্র করে দিন।[৫৪]

[৫৩]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, কিতাবু তাফসিরীল কোরআন, ৫/৩৫১, হাদিস : ৩২০৫
২. তাবারী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কোরআনিল আযীম, ২২/৮
৩. ইবনে আসির : উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস্ সাহাবা, ২/১৭
৪. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/২১

[৫৪]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৬৯৯, হাদিস : ৩৮৭১
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৬/৩০৪, হাদীস : ২৬৬৩৯

অধ্যায় ঃ চৌদ্দ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে তার উপর এঁরা দু'জনকে (হাসান-হোসাইন) ভালোবাসা ওয়াজিব

٥٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ أَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ.

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবেসেছে, তার উপর ওয়াজিব সে যেন এঁরা উভয়কেও (হাসান-হোসাইন) ভালোবাসে।[৫৫]

٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴿الشورى آية : ٢٣﴾ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

৫৬. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন এই আয়াত "(হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নিকট থেকে আমার আত্মীয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া নিদৃষ্ট কোন সম্পর্কের আশা করছি না।" অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম জানতে চাইলেন, হে রাসূলুল্লাল্লাহ্

[৫৫]- ১. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/৫০, হাদীস : ৮১৭০
২. নাসায়ী : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ১/২০, হাদীস : ৬৭
৩. ইবনে খুযাইমা : আস্-সহীহ, ২/৪৮, হাদীস : ৮৮৭
৪. বয্যার : আল-মুসনাদ, ৫/২২৬, হাদীস : ১৮৩৪
৫. শাশী : আল-মুসনাদ, ২/১১৩, হাদীস : ৬৩৮
৬. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৫/২৫০, হাদীস : ৫৩৬৮
৭. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৭৯
৮. আসকালানী : আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস্ সাহাবা, ২/১৭

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার কোন আত্মীয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা আমাদের উপর ওয়াজিব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের দুই পুত্র সন্তান (হাসান-হোসাইন)।[৫৬]

٥٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : مَنْ أَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ.

৫৭. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে তার উপর এরা দু'জনকে (হাসান-হোসাইন) ভালোবাসা ওয়াজিব।[৫৭]

٥٨- عَنْ زِرِّ بْنِ جَيْشٍ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ أَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ.

৫৮. হযরত যর বিন জাইশ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে তার উপর এরা দু'জনকে (হাসান-হোসাইন) ভালোবাসা ওয়াজিব।[৫৮]

[৫৬]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৭, হাদীস : ২৬৪১
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১১/৪৪৪, হাদীস : ১২২৫৯
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭/১০৩

[৫৭]- ১. তায়ালিসী : আল-মুসনাদ, ১/৩২৭, হাদীস : ২০৫২
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮০

[৫৮]- ১. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৭৪
২. বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ২/২৬৩, হাদীস: ৩২৩৭

অধ্যায় ঃ পনের

مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَدْ أَحَبَّنِي

যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে ভালোবেসেছে, সে আমাকে ভালোবেসেছে

٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي.

৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন আলাইহিমাস্ সালামকে ভালোবেসেছে, সে বাস্তবে আমাকেই ভালোবেসেছে।[৫৯]

٦٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِيْ.

৬০. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবেসেছে, সে আমাকেই ভালোবেসেছে।[৬০]

[৫৯]- ১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফাযায়িলু আসহাবির রাসূলে, ১/৫১, হাদীস : ১৪৩
২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/৪৯, হাদীস : ৮১৬৮
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/২৮৮, হাদীস : ৭৮৬৩
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৫/১০২, হাদীস : ৪৭৯৫
৫. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৭, হাদীস : ২৬৪৫
৬. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১১/৪৭, হাদীস : ২৬১৫
৭. ইবনে রাহুয়াই : আল-মুসনাদ, ১/২৪৮, হাদীস : ২১১
৮. নাসায়ী : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ১/২০, হাদীস : ৬৫
৯. কেনানী : মিসবাহুজ জুযাজাহ, ১/২১, হাদীস : ৫২
১০. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ১/১৪১

[৬০]- ১. বযযার : আল-মুসনাদ, ৫/২১৭, হাদীস : ১৮২০
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮০
৩. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৫৪, ২৮৪
৪. ইবনে যাওজি : সিফাতুস সাফওয়া, ১/৭৬৩, হাইসমী তার সনদকে সঠিক বলেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٦١- عَنْ أَبِي حَازِمٍ ﷺ قَالَ : شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِيْنَ مَاتَ الْحَسَنُ ، وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُوْلُ : تَقَدَّمْ ، لَوْلاَ السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ وَسَعِيْدٌ أَمِيْرٌ عَلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلُّوْا عَلَيْهِ قَامَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَتَنْفِسُوْنَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ ﷺ تُرْبَةً يَدْفِنُوْنَهُ فِيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِيْ.

৬১. আবু হাযেম বর্ণনা করেন, আমি হাসান রাদিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সময় হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর পাশে উপস্থি ছিলাম। তিনি সা'ঈদ বিন আল-আসের রাদিআল্লাহু আনহু ঘাড় ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, (জানাযার নামায পড়ানোর জন্য) সামনে অগ্রসর হও। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ না হলে আমি আপনাকে সামনে ঠেলে দিতাম না। সে সময় সা'ঈদ ছিলেন মদীনার আমীর। সকলে যখন জানাযার নামায আদায় করে নিল, তখন হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানকে কীভাবে জমিনে দাফন করে তাঁর উপরে মাটি দিবে। তিনি (ভারক্রান্ত হয়ে) আরো বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি হাসান রাদিআল্লাহু আনহুকে ভালোবাসলো, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকেই ভালোবাসলো।[৬১]

[৬১]- ১. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৩/৭১, হাদীস : ৬৩৬৯
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৫৩১
৩. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮৭, হাদীস : ৪৭৯৯
৪. বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৪/২৮, হাদীস : ৬৬৮৫
৫. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৭৬
৬. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ২/২২৬
৭. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ৬/২৫৪

অধ্যায় ঃ ষোল

مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَدْ أَحَبَّهُ اللهُ

যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে ভালোবাসলো তাকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন

٦٢- عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ اِبْنَايَ ، مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

৬২. সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালোবাসলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসলো, তাকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন। আর যাকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।[৬২]

٦٣- عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحْبَبْتُهُ ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

৬৩. হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বলবেন, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসবে, তাকে আমি ভালোবাসবো, আর যাকে আমি ভালোবাসবো, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসবেন, আর যাকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাকে তিনি নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৬৩]

[৬২]- হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮১, হাদীস : ৪৭৭৬
[৬৩]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫০, হাদীস : ২৬৫৫
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১
৩. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা, পৃ. ৩০৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ সতের

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ أَحَبَّ هَذَيْنِ كَانَ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইনকে ভালোবাসবে, সে কিয়ামত দিবসে আমার সাথে থাকবে

٦٤- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬৪. হযরত আলী বিন আবু তালিব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইনের হাত ধরে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে এবং এই দু'জনকে ভালোবাসবে, সাথে সাথে তাঁদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে, সে কিয়ামত দিবসে আমার স্থানে আমার সাথেই থাকবে।[৬৪]

٦٥- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَنَا وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ مُجْتَمِعُونَ وَمَنْ أَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ.

৬৫. হযরত আলী বিন আবু তালিব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি, ফাতেমা, হাসান-হোসাইন এবং যারা আমাদেরকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন আমরা সকলে এক জায়গায় একত্রিত হবো। আমাদের খাওয়া-দাওয়াও একসাথে হবে। যতক্ষণ না (হিসাব-কিতাবের পরে) মানুষেরকে পৃথক পৃথক করে দেয়া হবে।[৬৫]

---

[৬৪]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৪১, হাদীস : ৩৭৩৩
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/৭৭, হাদীস : ৫৭৬
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৬৯৩, হাদীস : ১১৮৫
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫০, হাদীস : ২৬৫৪
৫. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতারা, ২/৪৫, হাদীস : ৪২১
৬. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ১৩/২৮৭, হাদীস : ৭২৫৫
৭. দুলাবী : আয যুরিয়্যাতুত তাহিরাহ, ১/১২০, হাদীস : ২৩৪
৮. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ৬/২২৮
৯. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ২/২৫৮, হাদীস : ৫২৮

[৬৫]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪১, হাদীস : ২৬২৩
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২৭
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৭৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٦٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ رَفَعَهُ : أَنَا شَجَرَةٌ، وَفَاطِمَةُ حَمْلُهَا، وَعَلِيٌّ لِقَاحُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرَتُهَا، وَالْمُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَقُهَا، مِنَ الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا.

৬৬. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে (মারফূ' হাদীস) বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি বৃক্ষ আর ফাতেমা সেই বৃক্ষের ডাল স্বরূপ। আলী সেই বৃক্ষের প্রস্ফুটিত পাপড়ি এবং হাসান-হোসাইন হলেন সেই বৃক্ষের ফল। আর যারা আহলে বাইতকে ভালোবাসে, তারা এই বৃক্ষের পাতা, এঁরা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি দিবালোকের ন্যায় সত্য কথা।[৬৬]

---

[৬৬]- ১. দায়লামী : আল-ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, ১/৫২, হাদীস : ১৩৫
২. সাখাবী : ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরুফ বি-হুব্বি আকরাবায়িল রাসূল ও জবিশ শরফ, পৃ. ৯৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ আঠার

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমি এঁরা দু'জনকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন

٦٧- عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

৬৭. হযরত বারা বিন আযিব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন।[৬৭]

٦٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

৬৮. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমি তাঁদেরকে মুহাব্বত করি, আপনিও তাঁদেরকে মুহাব্বত করুন।[৬৮]

٦٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

৬৯. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমি তাঁদেরকে মুহাব্বত করি, আপনিও তাঁদেরকে মুহাব্বত করুন।[৬৯]

---

[৬৭]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৬১, হাদীস : ৩৭৮২
২. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৫২
৩. শওকানী : নাইলুল আওতার, ৬/১৪০, ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

[৬৮]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৪৪৬, হাদীস : ৯৭৫৮
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৭৭৫, হাদীস : ১৩৭১
৩. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৭৫
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৯, হাদীস : ৬৯৫১
৫. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮০

[৬৯]- ১. বয্যার : আল-মুসনাদ, ৫/২১৭, হাদীস : ১৮২০

www.AmarIslam.com

٧٠- عَنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيَّ ﷺ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا.

৭০. হযরত উসামা বিন যাইদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ্! আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন এবং তাঁদেরকে যারা ভালোবাসে তাদেরকেও আপনি ভালোবাসুন।[৭০]

٧١- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا حَسَنًا وَحُسَيْنًا ، فَجَعَلَ هَذَا عَلَى هَذَا الْفَخِذِ ، وَهَذَا عَلَى الْفَخِذِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحَسَنِ فَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ فَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

৭১. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওসামন বিন খাইছাম রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে ধরে নিজের উরুর উপর বসালেন, অত:পর হাসানের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাঁকে চুমু খেলেন। অতঃপর হোসাইনের প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাঁকেও চুমু খেলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন।[৭১]

---

২. বয্যার : আল-মুসনাদ (৮/২৫৩, হাদীস : ৩৩১৭) এর মধ্যে হাদীসটি ইবনে কুররা থেকেও রেওয়ায়ত করেছেন।
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৯/১৮০) এর মধ্যে ইমাম বায্যার এর বর্ণনাকৃত দুনো রেওয়ায়ত নকল করেছেন।
৪. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা (পৃ. ৩০৫,৩০৬) এর মধ্যে ইমাম বায্যার এর বর্ণনাকৃত দুনো রেওয়ায়ত নকল করেছেন।

[৭০]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৬, হাদীস : ৩৭৬৯
২. ইবনে হিব্বান : আস্-সহীহ, ১৫/৪২৩, হাদীস : ৬৯৬৭
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩৯, হাদীস : ২৬১৮
৪. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৪/১১৩, হাদীস : ১৩২৪

[৭১]- ইবনে রাশেদ : আল-জামে, ১১/১৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٧٢- عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ﷺ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا أَقْبَلا يَمْشِيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ أَحَدُهُمَا جَعَلَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَعَلَ يَدَهُ الأُخْرَى فِي عُنُقِهِ ، فَقَبَّلَ هَذَا ، ثُمَّ قَبَّلَ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

৭২. ইয়া'লা বিন মুর্‌রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন, তাঁদের একজন যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাহু মোবারক তাঁর (রাদিআল্লাহু আনহু) গলার উপর রাখলেন। অতঃপর দ্বিতীয় জন পৌঁছলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (রাদিআল্লাহু আনহু) গলার উপর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয় বাহু তুলে দিলেন। এরপর প্রতিজনকে চুমু খেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন।[৭২]

٧٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ.

৭৩. হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরয করলাম, আহলে বাইতের মধ্যে আপনি কাকে অত্যাধিক ভালোবাসেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাসান-হোসাইনকে।[৭৩]

[৭২]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩২, হাদীস : ২৫৮৭
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২২/২৭৪, হাদীস : ৭০৩
৩. কুসায়ী : মুসনাদুস্ শিহাব, ১/৫০, হাদীস : ২৬
৪. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৫৫

[৭৩]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৭, হাদীস : ৩৭৭২
২. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৭/২৭৪, হাদীস : ৪২৯৪
৩. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা, পৃ. ৩০১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ উনিশ

مَنْ أَبْغَضَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي

যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল

٧٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: .....مَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

৭৪. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইনের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার সাথেই বিদ্বেষ পোষণ করল।[৭৪]

٧٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: .....مَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

৭৫. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইনের সাথে শত্রুতা ৫ পোষণ করল, সে যেন আমাম সাথেই বিদ্বেষ পোষণ করল।[৭৫]

٧٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: .....مَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

[৭৪]- ১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফাযায়িলু আসহাবির রাসূলে, ১/৫১, হাদীস : ১৪৩
২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/৪৯, হাদীস : ৮১৬৮
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/২৮৮, হাদীস : ৭৮৬৩
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৫/১০২, হাদীস : ৪৭৯৫
৫. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৭, হাদীস : ২৬৪৫
৬. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১১/৪৭, হাদীস : ২৬১৫
৭. ইবনে রাহুয়াই : আল-মুসনাদ, ১/২৪৮, হাদীস : ২১১
৮. নাসায়ী : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ১/২০, হাদীস : ৬৫
৯. কেনানী : মিসবাহুজ জুযাজাহ, ১/২১, হাদীস : ৫২
১০. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ১/১৪১

[৭৫]- যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৮৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭৬. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইনের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে যেন আমার সাথেই বিদ্বেষ পোষণ করল।[৭৬]

[৭৬]- ইবনে আদী : আল-কামেল, ৩/৪৩৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ বিশ

مَنْ أَبْغَضَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَبْغَضَهُ اللهُ

যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, তার সাথে আল্লাহ্ বিদ্বেষ পোষণ করবেন

٧٧- عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «.....مَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ».

৭৭. হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি হাসান-হোসাইনের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, আর যে ব্যক্তি আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, তার সাথে আল্লাহ্ বিদ্বেষ পোষণ করবেন। আর যার সাথে আল্লাহ্ বিদ্বেষ পোষণ করবেন, তাকে আল্লহ্ আগুনে প্রবেশ করাবেন।[৭৭]

٧٨- عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : ..... وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَوْ بَغَى عَلَيْهِمَا أَبْغَضْتُهُ ، وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ.

৭৮. হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে শত্রুতা করবে অথবা তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, আমি তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করব। আর যার সাথে আমি বিদ্বেষ পোষণ করব, সে আল্লাহর গযবের শিকার হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র গযবের শিকার হবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আযাবে প্রবেশ করাবেন, (যেখানে) তার জন্য স্থায়ী ঠিকানা হবে।[৭৮]

[৭৭]- হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/১৮১, হাদীস : ৪৭৭৬

[৭৮]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫০, হাদীস : ২৬৫৫
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১
৩. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা, পৃ. ৩০৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ একুশ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَللّٰهُمَّ عَادَ مَنْ عَادَاهُمْ ، وَوَالَ مَنْ وَالاَهُمْ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, আপনিও তাদের সাথে শত্রুতা করুন, আর যারা তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করে, আপনিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করুন

٧٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، مُتَوَرِّكَةُ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ فِي يَدِهَا بِرْمَةٌ لِلْحَسَنِ ، فِيْهَا سَخِيْنٌ ، حَتَّى أَتَتْ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قُدَّامَهُ ، قَالَ لَهَا : « أَيْنَ أَبُوْ الحَسَنِ؟» قَالَتْ : فِي الْبَيْتِ . فَدَعَاهُ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ، وَالحَسَنُ ، وَالحُسَيْنُ يَأْكُلُوْنَ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَمَا سَامَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَمَا أَكَلَ طَعَامًا قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا عِنْدَهُ ، إِلاَّ سَامِيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَعْنِي سَامَنِي : دَعَانِي إِلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ اِلْتَفَّ عَلَيْهِمْ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ ، وَوَالِ مَنْ وَالاَهُمْ».

৭৯. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সায়্যিদা ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে কোলে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার হাতে ছিল একটি পাথরের হাঁড়ি, সেখানে হাসানের জন্য গরম তরকারী রাখা ছিল। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা যখন হাঁড়িটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবুল হাসান (আলী) কোথায়? ফাতেমা উত্তরে বললেন, তিনি ঘরে আছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতেমাা এবং হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম বসে খেতে লাগলেন। উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকেন নি। আমি উপস্থিত আছি অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে না ডেকে খেয়ে নিলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইতোপূর্বে এই রকম কখনো হয়নি। খেয়ে উঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সবাইকে আপন চাদর দ্বারা ঢেকে নিলেন। এবং বললেন, হে আল্লাহ্! যারা এঁদের সাথে শত্রুতা করবে, আপনি তাদের সাথে শত্রুতা করুন, আর যারা তাঁদেরকে বন্ধু বানাবে, আপনিও তাদেরকে বন্ধু বানান।[৭৯]

৭৯- ১. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১২/৩৮৩, হাদীস : ৬৯১৫
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৬৬
৩. হোসাইনী : আল-বয়ান ওয়াত তা'রীফ, ১/১৪৯, হাদীস : ৩৯৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ বাইশ

اَلنَّبِيُّ ﷺ حَرَبَ لِمَنْ حَارَبَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

যারা হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে যুদ্ধ করবে, তাদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করবেন

٨٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ.

৮০. হযরত যাইদ বিন আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমকে বললেন, তোমরা যার সাথে যুদ্ধ করবে, তার সাথে আমিও যুদ্ধ করব। আর যার সাথে তোমাদের সন্ধি হবে, আমিও তার সাথে সন্ধি করব।[৮০]

٨١- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ.

৮১. হযরত যাইদ বিন আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম (তিনজনকেই) বললেন, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করব, আর যারা তোমাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সাথে সন্ধি করব।[৮১]

---

[৮০]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৯৯, হাদিস : ৩৮৭০
২. নাসায়ী : আস্ সুনান, ১/৫২, হাদীস : ১৪৫
৩. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১৫/৪৩৪, হাদীস : ৬৯৭৭
৪. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৮১
৫. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৬১, হাদীস : ৪৭১৪
৬. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪০, হাদীস : ২৬১৯-২০
৭. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৫/১৮৪, হাদীস : ৫০৩০-৩১
৮. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৫/১৮২, হাদীস : ৫০১৫
৯. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/৫৫৫, হাদীস : ২২৪৪
১০. মুহিব্বে তাবারী : যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/৬২
১১. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ২/১২৫
১২. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ১৩/১১২

[৮১]- ১. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১৫/৪৩৪, হাদীস : ৬৯৭৭

٨٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ.

৮২. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে তোমাদের সাথে লড়বে, আমি তার সাথে লড়ব, আর যে তোমাদের সাথে সন্ধি করবে, আমি তার সাথে সন্ধি করব। (অর্থাৎ যারা তোমাদের দুশমন, তারা আমার দুশমন। আর যারা তোমাদের বন্ধু, তারা আমারও বন্ধু।)[৮২]

٨٣- عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خِيْمَ خِيْمَةً وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ وَفِي الْخِيْمَةِ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَقَالَ : مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَ أَهْلَ الْخِيْمَةِ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَلِيٌّ لِمَنْ وَالاَهُمْ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ سَعِيْدُ الْجَدِّ طِيْبُ الْمَوْلِدِ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ شَقِيُّ الْجَدِّ رَدِيءُ الْوِلاَدَةِ.

---

২. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৩/১৭৯, হাদীস : ২৮৫৪
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুস সগীর, ২/৫৩, হাদীস : ৭৬৭
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৯/১৬৯) এর মধ্যে বলেছেন, হাদীসটি তাবারানী আল-মু'জামুল আওসাতে রেওয়ায়ত করেছেন।
৫. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/৫৫৫, হাদীস : ২২৪৪
৬. মুহামেলী : আল-আমালী, পৃ. ৪৪৭, হাদীস : ৫৩২
৭. ইবনে আসির : উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস্ সাহাবা, ৭/২২০

[৮২]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৪৪২
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৭৬৭, হাদীস : ১৩৫০
৩. হাকেম : আল মুসতাদরক (৩/১৬১, হাদীস : ৪৭১৩) এর মধ্যে উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন। তবে হাফেয যাহাবী তাতে কোন ধরনের জরাহ করেননি।
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪০, হাদীস : ২৬২১
৫. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ৭/১৩৭
৬. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ২/১২২
৭. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৫৭-৫৮
৮. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৯/১৬৯) এর মধ্যে বলেছেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তাবারানী রেওয়ায়ত করেছেন। তার রাবী তলিদ ইবনে সুলাইমা ব্যতিত সকলেই হাদীসে সহীহের রাবী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮৩. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তাঁবুর নীচে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি তারবী কামানের সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তাঁবুতে তাঁর সাথে আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমও উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুসলমান সমাজ! যারা তাঁবু বাসীদের সাথে সন্ধি করবে, তাদের সাথে আমারও সন্ধি হবে। যারা তাঁদের সাথে লড়বে, তাদের সাথে আমারও লড়াই হবে। যারা তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তাদের সাথে আমারও বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে। মানুষের মধ্যে ভাগ্যবান এবং বরকতময় ব্যক্তিরাই বন্ধুত্ব স্থাপন করে। আরা দুর্ভাগা এবং হতভাগা লোকেরাই শত্রুতা করে।[৮৩]

[৮৩]- মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ৩/১৫৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ তেইশ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পিতা-মাতা তোমাদের উপর কুরবান হোক

٨٤- عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : كُنَّا حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ ضَلَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، قَالَ : وَذَلِكَ رَادَّ النَّهَارِ ، يَقُولُ : ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قُومُوا فَاطْلُبُوا ابْنَيَّ ، قَالَ : وَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ نُجَاءَ وَجْهِهِ ، وَأَخَذْتُ نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَتَى سَفْحَ جَبَلٍ ، وَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مُلْتَزِقٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِذَا شُجَاعٌ قَائِمٌ عَلَى ذَنَبِهِ ، يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شِبْهُ النَّارِ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَالْتَفَتَ مُخَاطِبًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ انْسَابَ فَدَخَلَ بَعْضَ الأَحْجِرَةِ ، ثُمَّ أَتَاهُمَا فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا وَمَسَحَ وَجْهَهُمَا ، وَقَالَ : بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا مَا أَكْرَمَكُمَا عَلَى اللهِ.

৮৪. হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। উম্মে আইমান তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট এসে বললেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা হারিয়ে গেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, দিনের আলো খুবই স্পষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চলো, আমার সন্তানদেরকে খুঁজতে বের হই। বর্ণনাকারী বলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে চলে গেল। আর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চললাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের পাদদেশে চলে এলেন। (সেখানে দেখলেন) হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা একে আপরকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। এবং একটি অজগর ওঁত পেতে আছে। সেটির মুখ দিয়ে আগুনের শিখা বের হচ্ছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অজগরটির দিকে দ্রুত ছুটে গেলে, সেটি রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে সংকুচিত হয়ে গেল। অত:পর গা ঢাকা দিয়ে পাথরের ভিতর লুকিয়ে গেল। অত:পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান-হোসাইনের নিকট উপস্থিত হলেন। উভয়কে পৃথক করে তাঁদের চেহেরা পরিষ্কার করে দিলেন এবং বললেন, আমার মাতা-পিতা তোমাদের উপর কুরবান। তোমরা আল্লাহর নিকট কতই না সম্মানী।[৮৪]

٨٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَبَاعَدَهُمَا النَّاسُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهُمَا بِأَبِي هُمَا.

৮৫. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) নামায পড়তেছিলেন, এমন সময় হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসলেন। লোকেরা তাঁদেরকে বাধা দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাঁদেরকে বাধা দিওনা। তাঁদের উপর আমার মা-বাবা কুরাবান।[৮৫]

[৮৪]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৬৫, হাদীস : ২৬৭৭
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮২
৩. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা, পৃ. ৩০৯

[৮৫]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৭, হাদীস : ২৬৪৪
২. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১৫/৪২৬, হাদীস : ৬৯৭০
৩. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৭৪
৪. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/৫৫২, হাদীস : ২২৩৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ চব্বিশ

فَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ بِبُكَاءِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার কান্নায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশান হয়ে গেলেন

٨٦- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ بُكَاءَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَقَامَ فَزِعًا فَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ لَفِتْنَةٌ ، لَقَدْ قُمْتُ إِلَيْهِ وَمَا أَعْقِلُ.

৮৬. ইয়াহইয়া বিন আবু কাছীর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইনের কান্নার আওয়াজ শুনে চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, নিশ্চয় সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা। আমি তাঁদের জন্য কোন চিন্তা করা ছাড়াই দাঁড়িয়ে গেলাম।[৮৬]

٨٧- عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي زِيَادٍ ﷺ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ، فَمَرَّ عَلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ ، فَسَمِعَ حُسَيْنًا يَبْكِي ، فَقَالَ : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي ؟.

৮৭. ইয়াযীদ বিন আবু যিয়াদ থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার ঘর থেকে বের হয়ে ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরের যাচ্ছিলেন, তখন তিনি হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর কান্নার আওয়াজ শুনলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি কি জান না, তাঁদের কান্না আমাকে কষ্ট দেয়।[৮৭]

[৮৬]- ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৯, হাদীস : ৩২১৮৬

[৮৭]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/১১৬, হাদীস : ২৮৪৭
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/২০১
৩. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৮৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায়ঃ পঁচিশ

نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য মিম্বর থেকে নীচে নেমে এলেন

٨٨- عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ ﷺ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا.

৮৮. হযরত আবু বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তাঁদের পরনে ছিল লাল রংঙের জামা। (শিশু বয়সের কারণে) তাঁরা টলমল করে চলতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাদেরকে দেখে) মিম্বর থেকে নীচে নেমে এলেন এবং উভয়কে কোলে তুলে তাঁর সামনে বসালেন। অত:পর বললেন, মহান আল্লাহর বাণীটি সত্য- "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু।" আমি এই বাচ্চা দু'টিকে টলমল করে চলতে দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। এমনকি আমার কথা বন্ধ করে আমি তাঁদেরকে কোলে তুলে নিলাম।[৮৮]

৮৮- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৮, হাদিস : ৩৭৭৪
২. নাসায়ী : আস্ সুনান, কিতাবু সলাতুল ঈদাইন, ৩/১৯২, হাদীস : ১৮৮৫
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৫/৩৪৫
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৭৭০, হাদীস : ১৩৫৮
৫. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১৩/৪০৩, হাদীস : ৬০৩৯
৬. বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৩/২১৮, হাদীস : ৫৬১০
৭. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/৫৫০, হাদীস : ২২৩০
৮. কুরতুবী : আল- জামে লি আহকামিল কোরআন, ১৮/১৪৩
৯. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনিল আযীম, ৪/৩৭৭
১০. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ৬/৪০৩

অধ্যায় ঃ ছাব্বিশ

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَانَا يَمَصَّانِ لِسَانَ النَّبِيِّ ﷺ

হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহ্বা চুষে খেতেন

٨٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ .... فَقَالَ : أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُمَا يَبْكِيَانِ وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَتَاهُمَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهَا : مَا شَأْنُ ابْنَيَّ ؟ فَقَالَتِ : الْعَطَشُ ، قَالَ : فَأَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَنَّةٍ يَبْتَغِي فِيهَا مَاءً ، وَكَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذٍ أَغْدَارًا ، وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ ، فَنَادَى : هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَهُ مَاءٌ ؟ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَى كُلابِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنَّةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : نَاوِلِينِي أَحَدَهُمَا، فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخِدْرِ ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ذِرَاعَيْهَا حِينَ نَاوَلَتْهُ ، فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَطْغُو مَا يَسْكُتُ ، فَأَدْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً ، وَالآخَرُ يَبْكِي كَمَا هُوَ مَا يَسْكُتُ ، فَقَالَ : نَاوِلِينِي الآخَرَ ، فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ ، فَسَكَتَا فَمَا أَسْمَعُ لَهُمَا صَوْتًا.

৮৯. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (সফরে) বের হয়ে এখনো রাস্তায় রয়েছি, এমতাবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান-হোসাইনের কান্নার আওয়াজ শুনলেন। তখন তাঁরা উভয়ই তাঁদের মা ফাতেমার নিকট ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন। (আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন) আমি ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১১. ইবনে জওযী : আত্ তাহকীক, ১/৫০৫, হাদীস : ৮০৫

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, আমার সন্তানদের কি হয়েছে? ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, তাঁদের ভীষণ পিপাসা লেগেছে। পানির জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের দিকে গেলেন, সেসময় মানুষের পানির প্রয়োজন বেশী ছিল, কিন্তু পানি খুব কমই পাওয়া যেত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদেরকে ডেকে বললেন, কারো কাছে পানি আছে কি? প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ হাওদায় লটকানো মশকে পানি খুঁজছেন, কিন্তু তারা এক ফোঁটা পানিও পেল না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহাকে বললেন, তোমার এক ছেলেকে আমার কাছে দাও। তিনি পর্দার নিচ দিয়ে একজনকে দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ধরে আপন বক্ষের সাথে লাগালেন। কিন্তু সে অধিক পিপাসার কারণে অবিরাম কাঁদতেছিলেন। কোনমতে শান্ত হচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখের ভিতর জিহ্বা দিলে সে তা চুষতে থাকেন। এক পর্যায়ে পিপাসা নিবারণ করে সে শান্ত হয়ে গেলেন। আমি দ্বিতীয় বার তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনিনি। দ্বিতীয় জনও যখন এভাবে অবিরত কাঁদতেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকেও আমার নিকট দিয়ে দাও। তখন হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা দ্বিতীয়জনকেও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মুখেও একইভাবে জিহ্বা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁরা উভয়ই এমন শান্ত হয়ে গেলেন যে, দ্বিতীয়বার আমি তাঁদের কান্নার আওয়াজ শুনিনি।[৮৯]

[৮৯]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫০, হাদীস : ২৬৫৬
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১ এবং বলেছেন, তার রাবীসমূহ ছেকাহ।
৩. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ৬/২৩১
৪. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২১
৫. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ২/২৯৮
৬. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা, পৃ. ৩০৬
৭. সুয়ূতী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, ১/১০৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ সাতাশ

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَانَا يَلْعَبَانِ عَلَى بَطْنِ النَّبِيِّ ﷺ

হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটের উপর খেলতেন

٩٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ عَلَى بَطْنِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَتُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ : وَمَالِي لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ.

৯০. হযরত সা'আদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি (একদিন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম, (দেখলাম) হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটের উপর খেলতেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি কি তাঁদেরকে ভালোবাসেন ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাঁদেরকে কেন ভালোবাসবো না, অথচ তাঁরা উভয়ই আমার ফুল।[৯০]

٩١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ أَوْ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ قَالَ : وَيَقُوْلُ : رَيْحَانَتَيْ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

৯১. হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হতাম, অথবা (বলেছেন) আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকতাম (তখন দেখতাম) হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পেটের উপর লুটোপুটো খেতেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এঁরা উভয়ই তো আমার উম্মতের ফুল।[৯১]

[৯০]- ১. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৩/২৮৭, হাদীস : ১০৭৯
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১
৩. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা, পৃ. ৩০৭, হাইসমী তার রাবীসমূহ বিশুদ্ধ বলেছেন।
[৯১]- ১. বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/৪৯, হাদীস : ৮১৬৭
২. বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/১৫০, হাদীস : ৮৫২৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায়ঃ আঠাশ

رَكِبَ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ خَلاَلَ الصَّلَوةِ

হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা নামযের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপর চড়ে বসেছেন

٩٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ.

৯২. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশারের নামায পড়তে ছিলাম। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিঠের উপর চড়ে বসলেন। যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, তখন উভয়কে পেছন থেকে আলতোভাবে ধরে জমিনে বসিয়ে দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয় বার সিজদায় গেলে উভয়ই পুনরায় তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসলেন। (এভাবে তাঁরা করে যাচ্ছিলেন) এক পর্যায়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায শেষ করে উভয়কে তাঁর উরুর উপর বসালেন।[৯২]

[৯২]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৫১৩, হাদীস : ১০৬৬৯
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫১, হাদীস : ২৬৫৯
৩. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮৩, হাদীস : ৪৭৮২
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১
৫. ইবনে আদী : আল-কামেল, ৬/৮১, হাদীস : ১৬১৫
৬. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৫৬
৭. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ২/২৫৮
৮. শওকানী : নাইলুল আওতার, ২/১২৪
৯. সুয়ূতী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, ২/১৩৬
১০. ইবনে কাসীর : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/১৫২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٩٣- عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا غُلَامَانِ فَجَعَلَا يَتَوَثَّبَانِ عَلَى ظَهْرِهِ إِذَا سَجَدَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمَا يُنْحِيَانِهِمَا عَنْ ذَالِكَ، قَالَ : دَعَوْهُمَا بِأَبِي وَأُمِّي.

৯৩. যর বিন হুবাইশ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন, তখন শিশু হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা সেখানে এলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিজদায় গেলেন, তখন তাঁরা তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসল। মানুষ তাদেরকে বাঁধা দেয়ার জন্য এগিয়ে আসলে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার মাতা-পিতা এদের উপর কুরবান। এদেরকে বাধা দিওনা। অর্থাৎ আমার পিঠের উপর তাদেরকে চড়তে দাও।[৯৩]

٩٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حَجْرِهِ.

৯৪. হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, (একদিন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা নামায আদায় করতেছিলেন, তিনি সিজদায় গেলে হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসলেন। লোকেরা তাঁদেরকে বাঁধা দিতে চাইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইশারা করলেন যেন তারা তাঁদেরকে বাঁধা না দেয়। নামায শেষ করার পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে তাঁর কোলে নিয়ে নিলেন।[৯৪]

[৯৩]- বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ২/২৬৩, হাদীস : ৩২৩৭
[৯৪]- ১. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/৫০, হাদীস : ৮১৭০
২. আসকালানী : আল-ইসাবা ফি তামযিজিস্ সাহাবা, ২/৭১
৩. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১২২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٩٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ رَفَعَ رَأْسَهُ ، قَالَ بِيَدِهِ ، فَأَمْسَكَهُ ، أَوْ أَمْسَكَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : « نِعْمَ الْمَطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا».

৯৫. হযরত বারা বিন আযেব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন, তিনি সিজদায় গেলে হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা উভয়ই (অথবা একজন) এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপর চড়ে বসতেন। সিজদা থেকে উঠার সময় তাঁর অথবা উভয়ের হাত ধরে আলতো ভাবে জমিনের উপর রাখতেন। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, তোমরা দুই আরোহীর জন্য কী উত্তম আরোহণ রয়েছে।[৯৫]

٩٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ عَهْدًا فَدَخَلَ الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَرَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَرْكَبَانِ عَلَى عُنُقِهِ مَرَّةً وَيَرْكَبَانِ عَلَى ظَهْرِهِ مَرَّةً وَيَمُرَّانِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَلَمَّا فَرَغَ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَقْطَعَانِ الصَّلاَةَ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : نَاوِلْنِي عَهْدَكَ فَأَخَذَهُ فَمَزَّقَهُ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَلاَ أَنَا مِنْهُ.

৯৬. হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে একটি অঙ্গিকার নামা লিখে দিলেন। লোকটি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিল। সে লক্ষ্য করল যে, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা কখনো তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘাড়ের উপর নামাযে থাকা কালীন তাঁর সামনে-পেছনে দৌঁড়াদৌঁড়ি করছেন। তিনি নামায শেষ করার পর লোকটিকে বলল, এঁরা উভয়ই কি আপনার নামায ভেঙ্গে দিচ্ছিলেন

[৯৫]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৪/২০৫, হাদীস : ৩৯৮৭
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮২

www.AmarIslam.com

না? তিনি রাগাক্রান্ত হয়ে বললেন, আমাকে তোমার অঙ্গিকারনামা দাও। তিনি সেটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। এবং বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে আদর-সোহাগ করবে না এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার পক্ষের লোক নই।[৯৬]

٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ حَتَّى رَكِبَا عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ ، فَحَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ، وَالْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ.

৯৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) আছরের নামায পড়তেছিলেন। যখন তিনি চতুর্থ রাকাতে গেলেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁর পিঠের উপর উঠে গেলেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে উভয়কে সামনে বাসলেন। হাসান রাদিআল্লাহু আনহু সামনে অগ্রসর হতেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ডান কাঁধে এবং হোসাইনকে বাম কাঁধে তুলে নিলেন।[৯৭]

[৯৬]- মুহিব্বে তাবারী : যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১৩২

[৯৭]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৬/২৯৮, হাদীস : ৬৪৬২
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৬৬, হাদীস : ২৬৮২
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট গেলেন এবং উভয়কে পৃথক করে তাঁদের চেহেরা মুছে দিলেন এবং বললেন, আমার মা-বাবা তোমাদের উপর কুরআন হোক। তোমরা আল্লাহর কাছে কতই না সম্মানী। অতঃপর তিনি তাঁদের একজনকে ডান কাঁধে এবং অপরজনকে বাম কাঁধের উপর তুলে নিলেন। আমি বললাম, তোমাদের বাহন কতই না উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এও দেখ যে, বাহক দু'টি কত উত্তম।[১০০]

١٠١- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ نِعْمَتِ الْمَطِيَّةُ قَالَ : وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ.

১০১. হযরত আবু জাফর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে কোলে নিয়ে আনসারের এক বৈঠকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কত উত্তম আরোহণ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছের, আরোহীও কত উত্তম।[১০১]

١٠٢- عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعَلَى ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَهُوَ يَقُوْلُ : نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا ، وَنِعْمَ الْعِدْلاَنِ أَنْتُمَا.

১০২. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি (একদিন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম, দেখলাম, তিনি চার পায়ের উপর (দুই হাঁটু ও দুই হাত) চলছেন এবং তাঁর পিঠের উপর হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা আরোহিত ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেছিলেন। তোমাদের উট (অর্থাৎ

[১০০]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৬৫, হাদীস : ২৬৭৭
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮২
৩. শওকানী : দুররুস্ সাহাবা ফি মানাকিবিলি কেরাবা ওয়াস্ সাহাবা, পৃ. ৩০৯

[১০১]- ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭০, হাদীস : ৩২১৮৫

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতই উত্তম! আর তোমরা উভয়ই কতই না উত্তম আরোহী।[১০২]

١٠٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ فَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ارْقَ بِأَبِيكَ أَنْتَ عَيْنُ بَقَّةٍ ، وَأَخَذَ بِأُصْبُعَيْهِ ، فَرَقَى عَلَى عَاتِقِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الآخَرُ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ مُرْتَفِعَةً إِحْدَى عَيْنَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَرْحَبًا بِكَ ، ارْقَ بِأَبِيكَ أَنْتَ عَيْنُ الْبَقَّةِ ، وَأَخَذَ بِأُصْبُعَيْهِ فَاسْتَوَى عَلَى عَاتِقِهِ الآخَرِ.

১০৩. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনাহাকে সালাম করলেন। ততক্ষণে হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা একজন ঘরের বাইরে চলে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার বাবার কাঁধের উপর চড়ে বসো। তুমি (আমার) চোখের মধ্যমণি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাতে ধরলে তিনি (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর উঠে গেলেন। অতপর দ্বিতীয় জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলেন। তাঁকেও রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খোশ আমাদেদ, তোমার বাবার কাঁধের উপর চড়ে বসো। তুমি (আমার) চোখের মধ্যমণি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (হাতের) আঙ্গুল ধরলে তিনি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয় কাঁধের উপর আরোহণ করলেন।[১০৩]

[১০২]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫২, হাদীস : ২৬৬১
২. সায়দাভী : মু'জামুশ শুয়ুখ, ১/২৬৬, হাদীস : ২২৭
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮২
৪. রামহার মুযী : আমছালুল হাদীস, পৃ. ১২৮, হাদীস : ৯৮
৫. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৫৬
৬. কযবিনী : আত্ তাদবীন ফি আখবারে কযবীন, ২/১০৯
৭. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১৩২

[১০৩]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪৯, হাদীস : ২৬৫২
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায়ঃ ত্রিশ

كَانَ يُطِيْلُ النَّبِيُّ ﷺ اَلسُّجُوْدُ لِلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার কারণে সিজদা লম্বা করতেন

١٠٤ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فَيَجِيءُ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ فَيَرْكَبُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَطِيْلُ السُّجُوْدُ فَيُقَالُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَطَلْتِ السُّجُوْدُ ؟ فَيَقُوْلُ : « اِرْتَحَلَنِي اِبْنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ».

১০৪. হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদায় যেতেন, হাসান বা হোসাইন এসে তাঁর পিঠের উপর উঠে যেতেন। এ কারণে তিনি সিজদা লম্বা করতেন। এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি সিজদা লম্বা করে ফেললেন ? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, (সিজদা থেকে) তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়াটা আমার ভালো মনে হয়নি।[১০৪]

١٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ

[১০৪]- ১. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৬/১৫০, হাদীস : ৩৪২৮
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১

أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

১০৫. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ তাঁর পিতা হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) এশার নামায আদায় করার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর কোলে হাসান-হোসাইন থেকে কোন একজন ছিল তিনি এসে তাঁদেরকে মেঝেতে বসিয়ে চলে গেলেন। নামাযে তিনি লম্বা সিজদা করলেন। শাদ্দাদ বলেন, আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম, শাহজাদা সিজদারত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে চড়ে বসলেন। আমি পুনরায় সিজদায় চলে গেলাম। তিনি নামায শেষ করলে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ! নামাযে আপনি সিজদা এতই দীর্ঘ করেছেন যে, আমাদের মনে হলো যে, আল্লাহর কোন নির্দেশ (মৃত্যু) এসে গেল। অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। তিনি বললেন, এ ধরনের তোন ঘটনা ঘটেনি। বরং ব্যাপারটি ছিল, আমার উপর আমার পুত্র চড়ে বলেছিল। তাই তাঁর ইচ্ছে পুরণের আগে (সিজদা খেকে) তাড়াহুড়া করে উঠা আমি ভালো মনে করিনি।[১০৫]

[১০৫]- ১. নাসায়ী : আস্ সুনান, কিতাবুত তাতবীক, ২/২২৯, হাদীস : ১১৪১
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৩/৪৯৬
৩. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৮০, হাদীস : ৩২১৯১
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৭/২৭০, হাদীস : ৭১০৭
৫. শায়বানী : আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ২/১৮৮, হাদীস : ৯৩৪
৬. বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ২/২৬৩, হাদীস : ৩২৩৬
৭. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮১, হাদীস : ৪৭৭৫
৮. ইবনে মূসা : মু'তাসিরুল মুখতাসার, ১/১০২
৯. ইবনে হাযম : আল-মুহাল্লা, ৩/৯০
১০. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ২/২৯৯

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায়ঃ একত্রিশ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضُمُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِلَيْهِ تَحْتَ ثَوْبِهِ

রাসূলুল্লাহ্ হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে তাঁর চাদরের ভিতর জড়িয়ে ধরতেন

١٠٦- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ : طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ قَالَ فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ ابْنَايَ.

১০৬. হযরত উসামা বিন যাইদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি কোন কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি বাইরে বের হলে তাঁর শরীরের সাথে কিছু একটা যেন জড়িয়ে আছে বলে মনে হলো। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, জিনিসটা কি? আমার জন্য কাজ শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার শরীরের সাথে কী জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন ? তিনি কাপড় সরিয়ে নিলে দেখতে পেলাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা উভয়ই উরু পর্যন্ত তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জড়িয়ে ধরে আছেন। তিনি বললেন, এঁরা আমার দুই সন্তান।[১০৬]

١٠٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ :....كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ : ادْعِي لِيَ ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ.

[১০৬]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৬, হাদিস : ৩৭৬৯
২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/১৪৯, হাদীস : ৮২৪৫
৩. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১৫/৪২৩, হাদীস : ৬৯৬৭
৪. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৭/৩১, হাদীস : ২৫৭০
৫. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৭৮, হাদীস : ৩২১৮২
৬. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৪/৯৪, হাদীস : ১৩০৭
৭. হায়সমী : মাওয়ারিদুজ জমআন, ১/৫৫২, হাদীস : ২২৩৪
৮. ইবনে হাজর মক্কী : আস্ সওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২/৪০৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০৭. হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদ্বিহাকে বলতেন, আমার সন্তান দু'টিকে ডাক। তারপর তিনি উভয় (ফুল) কে শুকতেন এবং তাঁর বক্ষের সাথে লাগিয়ে রাখতেন।[১০৭]

[১০৭]- ১. তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৬৫৭, হাদিস : ৩৭৭২
২. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৭/২৭৪, হাদীস : ৪২৯৪
৩. মুহিব্বে তাবারী : যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১২১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ বত্রিশ

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তাঁরা হলেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা

١٠٨- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ» قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، فَمُحِبُّوْنَا ؟ قَالَ : « مِنْ وَرَائِكُمْ».

১০৮. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে আমি (হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু স্বয়ং), ফাতেমা এবং হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদেরকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা কোথায় থাকবেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, তোমাদের পিছনে থাকবেন।[১০৮]

١٠٩- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَسَدَ النَّاسُ إِيَّايَ، فَقَالَ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ.

১০৯. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযোগ করলামা যে, লোকেরা আমাকে হিংসা করে, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি এ ব্যাপারে

[১০৮]- ১. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৬৪, হাদীস : ৪৭২৩
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/১৭৩
৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/৯৮, হাদীস : ৩৪১৬৬
৪. ইবনে হাজর মক্কী : আস্ সওয়ায়িকুল মুহরিকা (২/৪৪৮) এর মধ্যে বলেছেন, হাদীসটি ইবনে সা'দও রেওয়ায়ত করেছেন।
৫. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১২৩

সন্তুষ্ট না যে, জান্নাতে সর্ব প্রথম প্রবেশকারী চারজনের মধ্যে তুমি হবে চতুর্থ জন? (সেই চারজন হলেন) আমি, তুমি এবং হাসান-হোসাইন।[১০৯]

[১০৯]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৬২৪
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১/৩১৯, হাদীস : ৯৫০
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৪১, হাদীস : ২৬২৪
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৩১, ১৭৪
৫. কুরতুবী : আল-জামে লি আহকামিল কোরআন, ১৬/২২
৬. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/৯০
৭. ইবনে হাজর মক্কী : আস্ সওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২/৪৬৬

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ তেত্রিশ

تَزْيِيْنُ اللهِ ﷻ اَلْجَنَّةَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার মাধ্যমে আল্লাহর জান্নাতকে সাজানো

١١٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ شَنَفَا الْعَرْشِ ، وَلَيْسَا بِمُعَلَّقِيْنَ» وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنَنِي بِرُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِكَ، قَالَ : أَوَلَمْ أُزَيِّنْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ».

১১০. উকবা বিন আমের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা আরশের দু'টি খুঁটি। কিন্তু সেগুলো লটকানো নয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসী যখন জান্নাতে বসবাস শুরু করবেন, তখন জান্নাত বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আপনি অঙ্গিকার করেছিলেন যে, আমাকে আপনার খুঁটির মধ্য থেকে দু'টি খুঁটি দ্বারা সজ্জিত করবেন। মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি হাসান-হোসাইনের উপস্থিতির মাধ্যমে তোমাকে সজ্জিত করে দিইনি? (এগুলোই তো আমার দুই খুঁটি)[১১০]

١١١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «فَخَرَتِ الْجَنَّةُ عَلَى النَّارِ ، فَقَالَتْ : أَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ ، فَقَالَتِ النَّارُ : بَلْ أَنَا خَيْرٌ مِنْكَ ، فَقَالَتْ لَهَا الْجَنَّةُ اِسْتِفْهَامًا : وَبِمَّهْ ؟ قَالَتْ : لأَنَّ فِي الْجَبَابِرَةِ ، وَنَمْرُوْدَ ، وَفِرْعَوْنَ ،

[১১০]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১/১০৮, হাদীস : ৩৩৭
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৪
৩. যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৭৮
৪. আসকালানী : লিসানুল মিযান, ১/২৫৭, হাদীস : ৮০৪
৫. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, ২/২৩৯, হাদীস : ৬৯৭
৬. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২৮
৭. মুনাবী : ফয়জুল কদির, ৩/৪১৫
৮. ইবনে হাজর মক্কী : আস্ সওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২/৫৬২

فَأَسْكَتَتْ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهَا : لاَ تَخْضَعِيْنَ ، لأُزَيِّنَنَّ رُكْنَيْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، فَمَاسَتْ كَمَا تَمِيْسُ الْعُرُوْسُ فِي خِدْرِهَا».

১১১. হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার জান্নাত দোযখের উপর অহঙ্কার করে বলেছে, আমি তোমার চেয়ে উত্তম। দোযখ বলল, আমিই বরং তোমার চেয়ে উত্তম। দোযখের নিকট জান্নাত জানতে চাইল, কিসের কারণে ? দোযখ উত্তরে বলল, এই কারনে যে, আমার মধ্যে ফেরআউন ও নমরুদের মতো বড় বড় অহঙ্কারী বাদশাহ রয়েছে। একথা শুনে জান্নাত চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ্ জান্নাতের নিকট ওহী পাঠিয়ে বললেন, তুমি চুপ করে থেকো না, দুর্বল হয়ো না, আমি তোমাকে হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার মতো দু'টি খুঁটি দ্বারা সজ্জিত করে দেব। এ কথা শুনে জান্নাত খুশিতে কনের ন্যায় লজ্জায় মাথা নুয়ে ফেলল।[১১১]

١١٢- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ زُرَيْعٍ الأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيْهِ مَرْفُوْعاً قَالَ : قَالَتِ اَلْجَنَّةُ يَا رَبِّ حَسَّنْتَنِي فَحَسُنَ أَرْكَانِي، قَالَ : قَدْ حَسَّنْتُ أَرْكَانَكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.

১১২. হযরত আব্বাস বিন যুরাই রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে (মারফূআন) বর্ণনা করেন, জান্নাতে (আল্লাহর দরবারে) আরয করল, হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে অত্যন্ত সুন্দর রূপময় বানিয়েছ। তুমি আমার খুঁটিগুলোকেও সুন্দর করে সজ্জিত করেছ। (এ কথাগুলো) মহান আল্লাহ্ বললেন, আমি হাসান-হোসাইনের মাধ্যমে তোমার খুঁটিগুলোকে রূপময় ও সুন্দর করেছি।[১১২]

[১১১]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৭/১৪৮, হাদীস : ৭১২০
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮৪, এ হাদীসের একজন রাবী উব্বাদ বিন সুহাইবের ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিস অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ এবং আবদান আহওয়াজী তাকে সত্য বলেছেন। আর ইয়াহইয়া বিন মুঈন আবু আসেম আন-নবীল থেকে তার রেওয়ায়ত প্রমাণ করেছেন।
৩. ইবনে শাহীন : তারিখে আসমাউস্ ছিকাত, ১/১৭১
৪. যাহাবী : আল-মুগনী ফিজ্ জুয়াফা, ১/৩২৬
৫. ইবনে আদী : আল-কামেল, ৪/৩৪৭

[১১২]- ১. আসকালানী : লিসানুল মিযান, ৬/২৪১, হাদীস : ৮৪৮
২. যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, ৭/১৫৭, হাদীস : ৯৪৫৮
৩. আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস্ সাহাবা, ১/২৮৭

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ চৌত্রিশ

يَكُوْنُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي قُبَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা আল্লাহর আরশের গুম্বুজের নীচে থাকবেন

١١٣- عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قُبَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.

১১৩. হযরত আবু মুছা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইন কিয়ামতের দিন আরশের গুম্বুজের নীচে থাকবো।[১১৩]

١١٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِي حَظِيْرَةِ الْقُدْسِ فِي قُبَّةٍ بَيْضَاءَ سَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ.

১১৪. হযরত ওমর বিন খত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ফাতেমা, আলী, হাসান এবং হোসাইন জান্নাতুল ফেরদৌসে ধবধবে সাদা গুম্বুজের নীচে অবস্থান করবেন। যেই গুম্বুজের ছাদ হবে আল্লাহর আরশ।[১১৪]

١١٥- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُدْعَى الْوَسِيْلَةُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوْا لِيَ الْوَسِيْلَةَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ يَسْكُنُ مَعَكَ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ.

১১৫. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি জায়গা রয়েছে, যেটিকে 'ওসীলা' বলা হয়। অতএব, তোমরা যখন আল্লাহর নিকট চাইবে,

[১১৩]- ১. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৭৪
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/১০০, হাদীস : ৩৪১৭৭
৩. আসকালানী : লিসানুল মিযান, ২/৯৪
৪. যুরকানী : শরহুল মুআত্তা, ৪/৪৪৩

[১১৪]- ১. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৪/৬১
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/৯৮, হাদীস : ৩৪১৬৭

তখন আমার জন্য 'ওসীলা' চাইবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (সেখানে) আপনার সাথে কে থাকবেন ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইন (সেখানে আমার সাথে থাকবেন)।[১১৫]

[১১৫]- ১. ইবনে কাসীর : তাফসিরুল কোরআনিল আযীম, ২/৪৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/১০৩, হাদীস : ৩৪১৯৫

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায়ঃ পঁয়ত্রিশ

يَكُوْنُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবেন

١١٦- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى الْمُنَامَةِ فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكْرٍ فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ فَجَاءَهُ الْحَسَنُ فَنَحَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১১৬. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, (একদিন) আমি আমার বিছানায় শুয়েছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে উপস্থিত হলেন। হাসান কি হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার (কোন একজন) পানি চাইল, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ছাগলের নিকট আসলেন, যেটির মধ্যে খুবই কম দুধ ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটির দুধ দোহন করলে ছাগলটি অধিক পরিমাণে দুধ দিল। অতপর হাসান রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর নিকট আসলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (রাদিআল্লাহু আনহু) দিকে ফিরলেন, ফাতেমা (রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মনে হচ্ছে,উভয়ের মধ্যে এই (হাসান) আপনার নিকট অধিক প্রিয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না, বরং সেই প্রথমে পানি চেয়েছিল। অতপর বললেন, আমি, তুমি, এঁরা উভয়ই (হাসান-হোসাইন) এবং এই ঘুমন্ত ব্যক্তি (হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু, কেননা তিনি এখনই ঘুম থেকে উঠেছেন।) কিয়ামতের দিন এক জায়গায়ই থাকবো।[১১৬]

[১১৬]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/১০১, হাদীস : ৭৯২
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২৮
৩. শায়বানী : আস্ সুন্নাহ, ২/৫৯৮, হাদীস : ১৩২২
৪. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৩/৩০, হাদীষ : ৭৭৯
৫. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١١٧- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ : وَإِنِّي وَإِيَّاكَ وَهُمَا...يَعْنِي الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهَذَا النَّائِمُ... يَعْنِي عَلِيًّا لَفِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১১৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে উপস্থিত হয়ে বলেলেন, আমি, তুমি, এই ঘুমন্ত ব্যক্তি (আলী রাদিআল্লাহু আনহু) এবং এঁরা উভয়ই অর্থাৎ হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা কিয়ামত দিবসে এক জায়গায়ই থাকবেন।[১১৭]

١١٨- عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فِي بَيْتٍ فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَسَقَاهُ فَسَأَلَهُ الْحُسَيْنُ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ حَسَنًا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ حُسَيْنٍ، قَالَ : لَا وَلَكِنَّهُ اِسْتِسْقَانِي قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا فَاطِمَةُ أَنَا وَأَنْتَ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدُ (لِعَلِيٍّ) فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১১৮. হযরত আবু ফাখতা (সাঈদ বিন আলক্বাহ্) রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, (একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম ঘরে ছিলেন। এমন সময় হাসান পানি চাইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যরাতে উঠে তাঁকে পানি পান করালেন। (যখন তিনি হাসানকে পানি পান করাচ্ছিলেন) তখন হযরত হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুও সেই পানি চাইলেন, যা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে দেননি। (কেননা, হোসাইন হাসানের পূর্বে পানি পানি চেয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেন তরতীব মতো দেয়ার জন্য। এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৬৯২, হাদীস : ১১৮৩
৭. মুহিব্বে তাবারী : যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/২৫
[১১৭]- ১. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৪৭, হাদীস : ৪৬৭৪
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২২/৪০৫, হাদীস : ১০১৬
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৭১, হাকেম উক্ত রেওয়ায়তের সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তালীম ও তরবিয়্যতের উদ্দেশ্যে।) তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মনে হচ্ছে, আপনি হোসাইনের চেয়ে হাসানকে অধিক ভালোবাসেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, কারণ এটি নয়। বরং কারণ হলো, হাসান হোসাইনের পূর্বে পানি চেয়েছিলেন। অত:পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে ফাতেমা! আমি, তুমি, এঁরা উভয়ই (হাসান-হোসাইন) এবং এই ঘুমন্ত ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন এক জায়গাতেই থাকবো।[১১৮]

[১১৮]- ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২৭, হাদীস : ৩২০৪

অধ্যায় ঃ ছয়ত্রিশ

إِسْتِعَاذَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য বিশেষভাবে দোয়া চাওয়া

١١٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَ يَقُوْلُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

১১৯. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য (বিশেষভাবে) আশ্রয় চাইতেন এবং বলতেন, তোমাদের সম্মাণিত দাদা (ইব্রাহীমও) তাঁর দুই সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমাস্ সালামের জন্য নিম্মোক্ত বাক্যগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় চাইতেন, "আমি মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, আপদ-বিপদ এবং বদনযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১১৯]

١٢٠- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَيَقُوْلُ : أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ، قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عُوْذُوْا بِهَا أَبْنَائِكُمْ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِبْنَيْهِ اِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ.

১২০. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা প্রত্যেক প্রতারক শয়তান, বিপদ-মুসীবত ও প্রত্যেক বদনযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের জন্যও বলেছেন, তোমরা নিজেদের সন্তানদের জন্য এই শব্দাবলী দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করো।[১২০]

[১১৯]- ১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, ৩/১২৩৩, হাদীস : ৩১৯১
২. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, কিতাবুত তিব, ২/১১৬৪, হাদীস : ৩৫২৫

[১২০]- ১. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৪/৩৩৬, হাদীস : ৭৯৮৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٢١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ : كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ.

১২১. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে (এই শব্দাবলী দ্বারা) দো'আ করতেন, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা প্রত্যেক প্ররোচনাকারী শয়তান, আপন-বিপদ এবং যে কোন বদনযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অত:পর বললেন, তোমাদের সম্মানিত পিতামহ (ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামও) এই শব্দাবলী দ্বারা স্বীয় পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমাস্ সালামের জন্য দোয়া করতেন।[১২১]

١٢٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ مَرَّ بِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا صَبِيَّانِ، فَقَالَ: هَاتُوا ابْنَيَّ أَعُوذُهُمَا بِمَا عَوَّذَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، قَالَ : أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، وَمَنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ.

২. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৯/৭৯
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫/১১৩

[১২১]- ১. আবু দাউদ : আস্ সুনান, কিতাবুস্ সুন্নাহ, ৪/২৩৫, হাদিস : ৪৭৩৭
২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৬/২৫০, হাদীস : ১০৮৪৫
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/২৩৬, হাদীস : ২১১২
৪. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ৩/২৯১, হাদীস : ১০১২
৫. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮৩, হাদীস : ৪৭৮১
৬. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৫/৪৭, হাদীস : ২৩৫৭৭
৭. ইবনে রাহুয়াই : আল-মুসনাদ, ১/৩৬, হাদীস : ৪
৮. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৫/১০১, হাদীস : ৪৭৯৩
৯. তাবারানী : আল-মু'জামুস সগীর, ২/৩১, হাদীস : ৭২৭
১০. বুখারী : খলকু আফআলিল ইবাদ, ১/৯৭
১১. ইবনে জওযী : তালবিসে ইবলিস, ১/৪৮

www.AmarIslam.com

১২২. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা (একদিন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় শিশু হাসান-হোসাইন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার উভয় সন্তানকে নিয়ে এসো। আমি তাঁদের জন্য দো'আ করেদেব, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর উভয় সন্তান ইসমাঈল এবং ইসহাক আলাইহিমাস্ সালামের জন্য দো'আ করতেন। অত:পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আমি তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা প্রত্যেক বদ নযর, যে কোন প্ররোচক শয়তান এবং আপদ-বিপদ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১২২]

١٢٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَسْتَوْدِعُكَهُمَا وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ.

১২৩. হযরত যায়দ বিন আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি হাসান-হোসাইন এবং নেক্কার মুমিনদেরকে আপনার বিশেষ নিরাপত্তায় অর্পণ করছি।[১২৩]

[১২২]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১০/৭২, হাদীস : ৯৯৮৪
২. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৪/৩০৪, হাদীস : ১৪৮৩
৩. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২৪
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫/১১৩
৫. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১৮৭

[১২৩]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৫/৮৫, হাদীস : ৫০৩৭
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৯৪
৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১২/১১৯, হাদীস : ৩৪২৮১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ সাইত্রিশ

ضَوْءُ الطَّرِيْقِ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِبَرْقَةٍ

আসমানের বিজলী হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার জন্য রাস্তা আলোকিত করা

١٢٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرُدُّهُمَا فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَقَالَ لَهُمَا : الْحَقَا بِأُمِّكُمَا قَالَ : فَمَكَثَ ضَوْءُهَا حَتَّى دَخَلَا.

১২৪. হযরত আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমরা (একদিন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়তেছিলাম। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসলেন। যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, তখন উভয়কে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেছন থেকে আস্তে করে ধরে মেঝেতে বসিয়ে দিলেন। যখন তিনি পুণরায় সিজদায় গেলেন, তাঁরা (রাদিআল্লাহু আনহুমা) পুণরায় তাঁর পিঠের উপর চড়লেন। তিনি নামায শেষ করে উভয়েকে তাঁর উরুর উপর বাসালেন। আমি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাঁদেরকে রেখে আসি। তখন হঠাৎ বিজলী চমকালো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও। হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তাঁদের ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত বিদ্যুতের সেই আলো বিদ্যমান ছিল।[১২৪]

[১২৪]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৫১৩, হাদীস : ১০৬৬৯
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৫১, হাদীস : ২৬৫৯
৩. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮৩, হাদীস : ৪৭৮২
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮১
৫. ইবনে আদী : আল-কামেল, ৬/৮১, হাদীস : ১৬১৫
৬. যাহাবী : সি'আরু আলামিন নুবালা, ৩/২৫৬
৭. আসকালানী : তাহযিবুত তাহযিব, ২/২৫৮

অধ্যায় ঃ আটত্রিশ

تَشْجِيْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَجِبْرِيْلَ عليه السلام لِلْحَسَنَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى الْمُصَارَعَةِ

হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের কুস্তির জন্য উৎসাহ প্রদান

١٢٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَصْطَرِعَانِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : هِيَ حَسَنٌ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : لِمَ تَقُوْلُ هِيَ حَسَنٌ؟ فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقُوْلُ : هِيَ حُسَيْنٌ.

১২৫. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, (একদিন) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে হাসান-হোসাইন কুস্তি ধরেছিলেন। তিনি বলতেছিলেন, হাসান তাড়াতাড়ি করো। ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কেবল হাসানকে কেন এরকম বলছেন তিনি উত্তরে বললেন, কেননা, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হোসাইনকে তাড়াতাড়ি করার জন্য উৎসাহিত করছেন।[১২৫]

١٢٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : اِصْطَرَعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : هِيَ حَسَنٌ، فَقَالَتْ لَهُ فَاطِمَةُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ تُعِيْنُ الْحَسَنَ كَأَنَّهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ الْحُسَيْنِ؟ قَالَ : إِنَّ جِبْرِيْلَ يُعِيْنُ الْحُسَيْنَ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُعِيْنَ الْحَسَنَ.

১২৬. মুহাম্মদ বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (একদিন) হাসান-হোসাইন কুস্তি ধরেছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেছিলেন, হাসান তাড়াতাড়ি করো।

৮. শওকানী : নাইলুল আওতার, ২/১২৪

[১২৫]- ১. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১/১৭১, হাদীস : ১৯৬
২. আসকালানী : আল- ইসাবা, ২/৭৭, হাদীস : ১৭২৬
৩. ইবনে আসীর : উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস্ সাহাবা, ২/২৬
৪. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১৩৪
৫. ইবনে আদী : আল-কামেল, ৫/৮১, হাদীস : ১১৯১

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁকে ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি হাসানের সাহায্যে যেতে চলেছেন। সে কি আপনার নিকট হোসাইনের চাইতে অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, (না,) জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হোসাইনকে সাহায্য করছেন। তাই আমি হাসানকে সাহয্য করতে চাইলাম।[১২৬]

١٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : اِتَّخَذَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : هِيَ يَا حَسَنُ خُذْ يَا حَسَنُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تُعْيِنُ الْكَبِيْرَ عَلَى الصَّغِيْرِ، فَقَالَ : أَنَّ جِبْرِيْلَ يَقُوْلُ خُذْ يَا حُسَيْنُ.

১২৭. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা একে অপরকে কুস্তিতে পরাজিত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেছিলেন, হাসান জলদি করো! হাসান পরাস্ত করো। তখন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি ছোটর বিপরীতে বড়কে সাহায্য করছেন। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এই জন্য যে) জিবরাঈল আমীন (প্রথম থেকেই) হোসাইনকে সাহস যুগিয়ে বলছেন, পরাজিত করো, পরাজিত করো।[১২৭]

[১২৬]- ১. হাইসমী : মুসনাদুল হারেস, ২/৯১০, হাদীস : ৯৯২
২. সুয়ূতী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, ২/৪৬৫
৩. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১৩৪

[১২৭]- ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল-কবির, ১৩/২২৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ ঊনচল্লিশ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে চুমু খেতেন

١٢٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً.

১২৮. হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমা। একজন তাঁর কাঁধে এবং অপরজন অন্য কাঁধে চড়ে বসলেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়কে পালাক্রমে চুমু খাচ্ছিলেন।[১২৮]

١٢٩- عَنْ أَبِي الْمُعَلِّلِ عَطِيَّةَ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي يَوْمًا إِذْ قَالَتْ الْخَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بِالسُّدَّةِ قَالَتْ فَقَالَ لِي قُومِي فَتَنَحَّيْ لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَنَحَّيْتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَمَعَهُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الصَّبِيَّيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ فَقَبَّلَهُمَا.

১২৯. আবু মুয়াদ্দিল আতিয়া তাফাভী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেছেন, একদিন যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে উপস্থিত হলেন, ঘরের খাদেম বলল, দরজায় আলী এবং ফাতেমা এসেছেন।

[১২৮]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৪০০, হাদীস : ৯৬৭১
২. আহমদ ইবনে হাম্বল : ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৭৭৭, হাদীস : ১৩৭৬
৩. হাকেম : আল মুসতাদরক, ৩/১৮২, হাদীস : ৪৭৭৭
৪. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৭৯
৫. মুযী : তাহযিবুল কামাল, ৬/২২৮
৬. আসকালানী : আল-ইসাবা, ২/৭১
৭. মুনাবী : ফয়জুল কদির, ৬/৩২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মে সালামা বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, একদিকে চলে যাও। আমাকে আমার আহলে বায়তের সাথে পাশের রুমের এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আলী, ফাতেমা এবং হাসান-হোসাইন প্রবেশ করলেন। তখন তাঁরা (হাসান-হোসাইন) শিশু ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়কে ধরে কোলে তুলে নিলেন এবং উভয়কে চুমু খেতে লাগলেন।[১২৯]

١٣٠- عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ﷺ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا أَقْبَلا يَمْشِيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ أَحَدُهُمَا جَعَلَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَعَلَ يَدَهُ الأُخْرَى فِي عُنُقِهِ، فَقَبَّلَ هَذَا، ثُمَّ قَبَّلَ هَذَا.

১৩০. হযরত ইয়ালা বিন মুররা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, (একদিন) হাসান-হোসইন রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দৌঁড়ে দৌঁড়ে আসলেন। তাঁদের একজন যখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট পৌঁছে গেলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাহু দ্বারা তাঁকে (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গলার সাথে লাগিয়ে রাখলেন। অতঃপর দ্বিতীয় জন আসলে তাঁকে দ্বিতীয় বাহু দ্বারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গলার সাথে লাগিয়ে উভয়কে পালাক্রমে চুমু খেতে লাগলেন।[১৩০]

١٣١- عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ إِذْ جَاءَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ فَرَكِبَا ظَهْرِهِ، فَوَضَعَهُمَا فِي حَجْرِهِ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ هَذَا مَرَّةً، وَهَذَا مَرَّةً، وَيَشُمُّ هَذَا مَرَّةً، وَهَذَا مَرَّةً.

[১২৯]- ১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/২৯৬, হাদীস : ২৬৫৮২
২. ইবনে কাসীর : তাফসিরুল কোরআনিল আযীম, ৩/৪৮৫
৩. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৬৬
৪. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/২২

[১৩০]- ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৩/৩২, হাদীস : ২৫৮৭
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২২/২৭৪, হাদীস : ৭০৩
৩. কুযায়ী : মুসনদুস্ শিহাব, ১/৫০, হাদীস: ২৬
৪. মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১২২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩১. উতবা বিন গাযওয়ান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হতেই হাসান-হোসাইন আসলেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিঠের উপর চড়ে বসলেন। তিনি উভয়কে নিজের কোলের উপর বসিয়ে পালাক্রমে চুমু খেতে লাগলেন।[১৩১]

[১৩১]- ইবনে কানে' : মু'জামুস্ সাহাবা, ২/২৬৫, হাদীষ : ৭৮৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধ্যায় ঃ চল্লিশ

ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُبَاهَلَةِ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাতের সময় হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন

١٣٢ - عَنِ الشَّعْبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُلَاعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ خَلْفَهُ.

১৩২. হযরত শা'বী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজরান বাসীর সাথে অভিসম্পাতের ইচ্ছা করলেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার হাত ধরে তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেছনে পেছনে চলতেছিলেন।[১৩২]

١٣٣ - عَنِ ابْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ : لَوْ لَاعَنَتِ الْقَوْمُ، بِمَنْ كُنْتَ تَأْتِي حِيْنَ قُلْتَ : أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ؟ قَالَ: حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ.

১৩৩. ইবনে যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আপনার সাথে খ্রীস্টনদের সাথে মুবাহিলা (অভিসম্পত) হতো, তখন আপনি আপনার বাক্য "আমাদের সন্তান এবং তোমাদের সন্তান"-এর স্থানে কাকে আপনার সাথে নিতেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে।[১৩৩]

[১৩২]- ১. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৮৯, হাদীস : ৩৬১৮৪
২. ইবনে আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৪২৬, হাদীস : ৩৭০১৪
৩. আসকালানী : ফতহুল বারী, ৮/৯৪, হাদীস : ৪১১৯
[১৩৩]- তাবারী : জামিউল বয়ান ফি তাফসিরুল কোরআন, ৩/৩০১

١٣٤ - عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، الآية، أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَابْنَيْهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ.

১৩৪. হযরত আলাবা বিন আহমর এশকরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত "হে হাবীব! আপনি বলে দিন, এসো, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ডাকি এবং তোমরা তোমাদের সন্তাদেরকে ডাক। আমরা আমাদের মহিলাদেরকে ডাকি, আর তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে ডাক। নাযিল হলে তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের দুই সন্তান হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমকে ডেকে পাঠালেন।[১৩৪]

١٣٥ - عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ وَفْدَ نَجْرَانَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا : مَا تَقُوْلُ فِي عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؟ فَقَالَ : «هُوَ رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَعَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ » قَالُوْا لَهُ : هَلْ لَكَ أَنْ نُلَاعِنَكَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذٰلِكَ ؟ قَالَ : «وَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ؟» قَالُوْا : نَعَمْ . قَالَ : « فَإِذَا شِئْتُمْ» فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَمَعَ وَلَدَهُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ.

১৩৫. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নজরানের একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তিনি রুহুল্লাহ্, কালিমাতুল্লাহ্, আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। দলটি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলল, আপনি কি আমাদের সাথে অভিসম্পাতে জড়াবেন যে, ঈসা এরকম নয়? তখন তিনি বললেন, এটা কি তোমরা চাও? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের খুশি। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে গেলেন এবং তাঁর সন্তান হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমাকে তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একত্রিত করলেন।[১৩৫]

[১৩৪]- ১. তাবারী : জামিউল বয়ান ফি তাফসিরুল কোরআন, ১৩/৩০১
২. সুয়ূতী : আদ দুররুল মানসূর, ২/২৩৩
[১৩৫]- ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ২/৬৪৯, হাদীস : ৪১৫৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি. ।

৩. ইবনে আসির : আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল করিম ইবন আব্দুল ওয়াহেদ শায়বানী, জাযরী (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ ইং) **উস্‌দুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস্ সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

৪. ইবনে আহমদ খতিব : আবুল আব্বাস আহমদ বিন আহমদ (ওফাত : ৩০৭ হি.) **উসিলাতুল ইসলাম বিন নবী (সা.)** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরব আল-ইসলামী, ১৯৮৪ ইং ।

৫. ইবনে জারুদ : আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন জারুদ নিসাপুরী (৩০৭ হি.) **আল-মুনতাকা মিনাস্ সুনানিল মুসনাদা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কিতাব আস্ সাকাফিয়া, ১৪১৮ হি./১৯৮৮ ইং ।

৬. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **সিফাতুস সাফওয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং ।

৭. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **আল-ইলালুল মুতানাহিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি. ।

৮. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **আত তাহকীক ফি আহাদিসিল খেলাফ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৫ হি. ।

৯. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **তালবিসে ইবলিস** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৪০৪ হি./১৯৮৫ ইং ।

১০. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ইং ।

১১. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস্-ছেকাত** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ ইং ।

১২. ইবনে হাযর মক্কী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী হাইসমী (ওফাত : ৯৭৩ হি.) আস্ সওয়ায়িকুল মুহরিকা : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৯৯৭ ইং ।

১৩. ইবনে হাযম : আলী বিন আহমদ বিন সাঈদ বিন হাযম উন্দোলূসী (৩৮৪-৪৫৬ হি./৯৯৪-১০৬৪ ইং) **আল- মুহাল্লা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল আফাক আল-জাদিদাহ ।

১৪. ইবনে হাইয়ান : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-আনসারী (২৭৪-৩৬৯ হি.), **তাবকাতুল মুহাদ্দিসীন বিআসবাহান**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতু আহলিল বাইত, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং ।

২. সুয়ূতী : আদ দুররুল মানসূর, ২/২৩১

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৫. ইবনে খুযাইমা : আবু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি./৮৩৮-৯২৪ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং।

১৬. ইবনে রাহুআই : আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ ইং), **আল-মুসনাদ**, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি./১৯৯১ ইং।

১৭. ইবনে রাশেদ : ইবনে রাশেদ মা'মর আযদী (ওফাত : ১৫১ হি.) **আল-জামে** : বৈরুত, লেবানন, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৫ ইং।

১৮. ইবনে রুশদ : আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ (ওফাত : ৫৫৯ হি.) **বেদায়তুল মুজতাহিদ** : বৈরুত লেবানন, দারুল ফিকর।

১৯. ইবনে শাহীন : আবু হাফস ওমর বিন আহমদ আল-ওয়ায়েজ (২৯৭-৩৮৫ হি.) **তারিখে আসমাউসা সিকাত** : কুয়েত, আদ দারুস্ সালফিয়া, ১৪০৪ হি.।

২০. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ ইং), **ইল ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২হি.।

২১. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ ইং), **আত্-তামহীদ**, মরক্কো, ওয়াজারাতে উমুমুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনুল ইসলামীয়া, ১৩৮৭ হি.।

২২. ইবনে আদী : আবু আহমদ আবদুল্লাহ জুরজানী (২৭৭-৩৬৫ হি.) আল-কামেল ফি জুয়াফায়ির রিজাল : বৈরুত লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ ইং।

২৩. ইবনে আসাকির : আবু কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন দিমশকী (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ ইং), **তারিখে দামিশক আল-কাবির** (তারিখে ইবনে আসাকির), বৈরুত,

লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪২১ হি./২০০১ ইং।

২৪. ইবনে কানে' : আবুল হুসাইন আবদুল বাকি ইবনে কানে' (২৬৫-৩৫১ হি.), **মু'জামুস সাহাবা**, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়া, ১৪১৮ হি.।

২৫. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।

২৬. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **তাফসিরুল কুরআনিল আযিম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

২৭. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **ফুসুলুন মিনাস্ সিরাহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতু উলূমুল কোরআন, দারুল কলম, ১৩৯৯ হি.।

২৮. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযইবনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।

২৯. ইবনে মুলকীন আনসারী : ওমর বিন আলী (৭৭৩-৮০৪ হি.) খুলাসাতুল বদরিল মুনীর : রিয়াদ, সৌদ আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১০ হি.।

৩০. ইবনে মূসা : আবুল মুহাসিন ইউসুফ আল-হানফী, **মু'তাসিরুল মুখতাসার মিন মুশকিলিল আসার** : বৈরুত লেবানন, আলিমুল কুতুব।

৩১. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

৩২. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৩৩.আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং।

৩৪.আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), **আল-মু'জাম** : ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, এদারাতুল উলূম ওয়াল আসারিয়া, ১৪০৭ হি.।

৩৫.আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **ফাযায়িলুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা।

৩৬.আহমাদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

৩৭.বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-আদবুল মুফরাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল বাশায়ের আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং।

৩৮.বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-জামিউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৩৯.বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮৭০ ইং), **খলকু আফয়ালিল ইবাদ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল মা'রিফ সৌদিয়া, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

৪০.বাযযার : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ ইং), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হি.।

৪১.বগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি./১০৪৪-১১২২ ইং) মুআলিমুন তানযিল : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।

৪২. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা** : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

৪৩. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আল-মাদখল ইলা আস-সুনানুল কুবরা** : কুয়েত, দারুল খুলাফা লিল কিতাবিল ইসলামী, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং।

৪৪. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

৪৫. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।

৪৬. হোসাইনী : ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ (১০৫৪-১১২০ হি.) আল-বয়ান ওয়াত তা'রীফ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০১ হি.।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৭. হুকমী : হাফেয বিন আহমদ (১৩৪২-১৩৭৭ হি.) মুআরিজুল কবুল : দাম্মাম, দারু ইবনে কাইয়ুম, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।

৪৮. হালবী : আলী বিন বোরহান উদ্দিন (১৪০৪ হি.) **আস্ সিরাতুল হালবিয়া/ইনসানুল উয়ুন** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা;রিফা, ১৪০০ হি.।

৪৯. খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ ইং), **তারিখে বাগদাদ** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৫০. দারু কুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর বিন আহমদ বিন মাহদী বিন মাসউদ বিন নোমান (৩০৬-৩৮৫ হি./৯১৮-৯৯৫ ইং), **আল-ইলাল**, রিয়াদ. সৌদি আরব, দারু তাইবাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৫১. দুরকী : আবু আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন ইবরাহিম বিন কাসীর (১৬৮-২৪৬ হি.) মুসনাতে সা;দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস : বৈরুত, লেবানন, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি.।

৫২. দোলাবী : আল-ইমামুল হাফেয আবু বশর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্মাদ (২২৪-৩১০ হি.), **আয-যুররিয়্যাতুত তাহিরা আন নব্বীয়্যিাহ**, কুয়েত, দারুল সালাফীয়াহ, ১৪০৭ হি.।

৫৩. দায়লমী : আবু সুজা' শায়রবিয়া ইবনে শহরদার ইবনে শায়রবিয়া ইবনে ফানাখসরু হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি./১০৫৩-১১১৫ ইং), **আল-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।

৫৪. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **সি'আরু আলামিন নুবালা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪১৩ হি.।

৫৫. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **মিযানুল ই'তিদাল ফি নকদির রিজাল**,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৯৫ ইং।

৫৬. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **আল-মুগনী ফিজ্ জুয়াফা**।

৫৭. রামহার মুযী : আবুল হাসান বিন আবদুর রহমান বির খল্লাদ (ওফাত : ৫৭৬ হি.) আমছালুল হাদীস : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কুতুব আস্ সকাফিয়া, ১৪০৯ হি.।

৫৮. রূ'য়ানী : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হারুন (৩০৭ হি.), **আল-মুসনাদ**, কায়রো, মিসর, মুআসসাসা কুরতুবা, ১৪১৬ হি.।

৫৯. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে আল-ওয়ান মিসরী, আযহারী, মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ ইং.), **শরহুল মু'আত্তা**, বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি.।

৬০. সাখাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (৮৩১ হি./৯০২ ইং.), **ইসতিজলাবু ইরতিকায়িল গুরাফ বিহুব্বি আকরাবায়ির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া যবিশ শরফে**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মদিনা, ১৪২১ হি./২০০১ ইং।

৬১. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আল-খাসায়িসুল কুবরা**, ফায়সল আবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা নূরিয়া রেজভীয়া।

৬২. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিলমা'সূর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'ফিরা।

৬৩. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **তানভীরুল হাওয়ালিক শরহু মুআত্তা মালিক** : মিসর, মাকতাবাতুত তেজারিয়া আল-কুবরা, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ ইং।

৬৪. শাশী : আবু সাঈদ হাইসম বিন কুলাইব বিন শুরাইহ (৩৩৫ হি./৯৪৬ ইং) আল-মুসনাদ : মদিনা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১০ হি.।

৬৫. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), **নাইলুল আওতার শরহু মুনতাকাল আখবার** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ ইং।

৬৬. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং.), **দুররুস সাহাবাইফ মানাকিবিল কিরাবাহ ওয়াস সাহাবা**, দামিশক, দারুল ফিকর, ১৪৯৪ হি./১৯৮৪ ইং।

৬৭. শায়বানী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক ইবনে মাখলাদ (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ ইং.), **আল-আহাদ ওয়াল মাসানি**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল রায়া, ১৪১১ হি./১৯৯১ ইং।

৬৮. শায়বানী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক ইবনে মাখলাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ ইং.), **আস-সুন্নাহ**, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০০ হি.।

৬৯. সুনআনী : মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (৭৭৩-৮৫২ হি.), **সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগুল মুরাম**, বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৩৭৯ হি.।

৭০. সায়দাবী : মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে জামি' আবুল হাসান (৩০৫-৪০২ হি.), **মু'জাসুস সুয়ুখ**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি.।

৭১. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল আওসত** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৭২. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুস সগীর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং।

৭৩. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুয যাহরা আল-হাদিছা।

৭৪. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

৭৫. তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং.), **জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৭৬. তায়ালিসী : আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ।

৭৭. আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

৭৮. আজলুনী : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদি ইবনে আবদুল গনি জারাহী (১০৮৭-১১৬২ হি./১৬৭৬-১৭৪৯ ইং.), **কাশফুল খিফা ওয়া মাযিলুল ইলবাস**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি.।

৭৯. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **আল-ইসাবা ফি তামযিজিস সাহাবা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮০. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং.), **তালখিসুল হাবির**, মদিনা, সৌদি আরব, ১৪৮৪ হি./১৯৬৪ ইং।

৮১. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **তাহযিবুত তাহযিব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং।

৮২. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **লিসানুল মিযান**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল আ'লামী লিল মাতবুআত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ ইং।

৮৩. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **ফতহুল বারী** : লাহোর, পাকিস্তান, দারুন নশরুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৮৪. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া উমুবী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০ ইং.), **আল-জামে লি আহকামিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৮৫. কাযবিনী : আবদুল করিম ইবনে মুহাম্মদ আর রাফেয়ী, **আত-তাদবিন ফি আখবারে কাযবিন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ ইং।

৮৬. কুযায়ী : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সালামা বিন জাফর বিন আলী বিন হাকমুন বিন ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ বিন মুসলিম কুযায়ী (ওফাত : ৪৫৪ হি./১০৬২ ইং) **মুসনদুস্ শিহাব** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল রিসালা, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ ইং।

৮৭. কেনানী : আহমদ বিন আবু বকর বিন ইসমাঈল (৭৬২-৮৪০ হি.) **মিসবাহুজ জুযাজাহ ফি জওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল আরবিয়া, ১৪০৩ হি.।

৮৮. মুবারক পুরী : আবু আলা মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহিম (১২৮৩-১৩৫৩ হি.) **তুহফাতুল আহওয়াজী** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৮৯. মুহামিলী : আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সাঈদ ইবনে আবান জব্বী (২৩৫-৩৩০ হি./৮৪৯-৯৪১ ইং.), **আল-আমালি**, ওমান+জর্দান+দাম্মাম, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া + দারু ইবনিল কায়্যিম, ১৪১২ হি.।

৯০. মুহিব্বে তাবারী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম (৬১৫-৬৯৪ হি./১২১৮-১২৯৫ ইং.), **যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা**, জিদ্দা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুস সাহাবা, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ ইং।

৯১. মুহিব্বে তাবারী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম (৬১৫-৬৯৪ হি./১২১৮-১২৯৫ ইং), **আর রিদুন নাদরাহ ফি মানাকিবি যবিল কুরবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরব আল-ইসলামী, ১৯৯৬ ইং।

৯২. মুযি : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪১ ইং), **তাহযিবুল কামাল** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

৯৩. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

تمت

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com